ইসলামী আন্দোলনঃ
জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই

আহমদ আবদুল কাদের

ইসলামী আন্দোলন ঃ
জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই

আহমদ আবদুল কাদের

সৃজনী

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৫
সমাজ ও সমাজের প্রধান দুটো শ্রেণী	৭
ইসলামের দাওয়াত সবার জন্য	১৩
ইসলামী সমাজের ভিত্তি সত্য ও ইনসাফ কোন শ্রেণী স্বার্থও নয় শ্রেণী শোষণও নয়	১৮
ইসলামের দাওয়াতের প্রথম কারা বিরোধী	২২
সত্য বিরোধিতায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী (মালা)	২৩
সত্য বিরোধিতায় সচ্ছল ধনিক শ্রেণী (মুতরাফ)	২৭
দুটো শ্রেণীই মূলতঃ এক	২৮
মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর প্রতিটি সদস্যই অনিবার্যভাবে সত্য বিরোধী নয়	৩০
মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর আন্দোলনের বিরোধীতার কারণ	৩১
আন্দোলনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ	৪১
দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই প্রথম দাওয়াত কবুল করে	৪৯
দুর্বল মুস্তাদআফীন শ্রেণী প্রথম সাড়া দেয় কেন	৫৪
সমাজ দু'শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে	৫৮
ইসলামী আন্দোলন মুস্তাদআফীনের পক্ষে	৫৯
মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে	৬০
মুস্তাদআফীন শ্রেণীর বিদ্রোহ অনিবার্য	৬৩
মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর দুর্গতি ও পরাজয়	৬৬
মুস্তাদআফীন শ্রেণীর বিজয় অবশ্যম্ভাবী	৬৯
মুস্তাদআফীন শ্রেণীই আন্দোলনের মূল শক্তি	৭১
পরিশিষ্ট	৭৫

www.pathagar.com

ভূমিকা

একটি জাহেলী সমাজে যে সমস্ত শ্রেণী ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকে ইসলামী আন্দোলন সে সমাজে দানা বেঁধে উঠলে ঐ শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলো কোন্‌টি কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং কেন দেখায়, প্রতিক্রিয়ার ফলাফল কি ইত্যাদি বিশ্লেষণই বর্তমান পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। এ পুস্তকটিতে প্রচলিত সমাজের প্রধান কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী (রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়ে) ও বিভিন্ন দিক দিয়ে নিগৃহীত-বঞ্চিত-নির্যাতিত জন-গোষ্ঠীর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব থাকে ইসলামী আন্দোলনে তার কি প্রভাব পড়ে তা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

আমাদের গোটা আলোচনায় 'মুস্তাকবিরীন ও মুস্তাদআ'ফীন' দুটো সামাজিক-আদর্শিক শ্রেণীর (Socio-ideological classes) পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক অবস্থাটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অবশ্য এ দ্বন্দ্ব নিছক বস্তুনির্ভর বা অর্থনির্ভর নয় বরং সমাজ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক ও আদর্শ নির্ভর এক যৌগিক দ্বন্দ্ব। মূলতঃ গোটা বিশ্লেষণটি ইসলামী আন্দোলনের আদর্শিক দিকটির সঙ্গে বিরাজমান শ্রেণীগুলোর একটা সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়াস। মনে রাখতে হবে আমাদের এ আলোচনা শ্রেণীতত্ত্বের পটভূমিতে নয়—আদর্শিক ও মানবীয় ভাবধারার পটভূমিতে। তাই-শ্রেণীতত্ত্বের সন্ধান বা শ্রেণী সংগ্রামের প্রচ্ছন্ন ধারণা আবিষ্কারের অবকাশ এতে নেই এবং এ বিষয়ে সম্ভাব্য ভুল ধারণা নিরসনের জন্যে পুস্তকের শেষে একটি পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে।

বর্তমান পুস্তকটি ইসলামী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সমাজ বিশ্লেষণের একটি নতুন প্রয়াস। এ প্রয়াস কতটুকু সফল বা যথার্থ তা চিন্তাশীল পাঠকগণ বিবেচনা করে দেখবেন।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতি ও সমাজকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুধাবনে এ বইটি যদি কিছুমাত্র উপকারী প্রমাণিত হয় তাহলে শ্রম সার্থক মনে করবো।

শ্রদ্ধাভাজন জনাব আফতাব হোসেন ভূঞা সাহেব বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং অন্যান্য যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করছি, তিনি যেন আমাদের যাবতীয় ভুলত্রুটি মাফ করে দেন এবং সৎ প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আমীন।

আহমদ আবদুল কাদের

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৮৫ ঢাকা

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন ঃ
জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই

ইসলামী আন্দোলন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। সত্য চিরদিনই ন্যায়সংগত, আর যা ন্যায়সঙ্গত তা চিরদিনই সত্য। যা সত্যের আন্দোলন তা অবশ্যই ন্যায়েরও আন্দোলন। ঠিক যা ন্যায়ের আন্দোলন তা অনিবার্যভাবেই সত্যের আন্দোলন। সত্য এবং ন্যায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি থেকে আর একটিকে বিচ্ছিন্ন করার অবকাশ নেই। কাজেই সত্যের আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই যারা সত্য ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের পক্ষে, আর যারা সত্য ন্যায়ের বিরোধী তাদের বিপক্ষে। প্রকৃত পক্ষে সত্য-ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা ইসলামী আন্দোলন বাস্তব ময়দানে কাজ করার সাথে সাথে নীতিগতভাবেই শুধু ন্যায়ের পক্ষে আর অন্যায়ের বিপক্ষে এ অবস্থায় সীমাবদ্ধ থাকেনা বরং কার্যতঃ ন্যায়পন্থীদের সপক্ষে আর অন্যায়কারীদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। ফলে দুটো বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয় মানবগোষ্ঠী, দেখা দেয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত। দুটো দলে ভাগ হয়ে মানুষ পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হয়, এ সংঘাতে ইসলাম একদলের পক্ষে আর অন্য দলের বিপক্ষে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের স্বরূপ উদঘাটন, পরিসর পরিধি অনুধাবন ও কারণ নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক। তাছাড়া ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মেজাজকে যথার্থভাবে অনুধাবন করতে হলে আন্দোলনের প্রতি প্রচলিত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলো কি মনোভাব পোষণ করে, কেন করে, কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়, কি ভূমিকা পালন করে তা বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন। বস্তুতঃ এসব প্রয়োজনেই বর্তমান আলোচনার অবতারণা।

সমাজ ও সমাজের প্রধান দুটো শ্রেণী

প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হযরত হাওয়া (আঃ) কে নিয়ে দু'সদস্য বিশিষ্ট পৃথিবীর আদিমতম পরিবার ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে এ সরলতম সমাজটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও জটিল হতে থাকে।

www.pathagar.com

প্রাথমিকভাবে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত মানব সমাজটি একই আদর্শ ও নীতির অনুসারী জাতি গোষ্ঠী ছিল ঃ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ف

"প্রথম মানবজাতি একই উম্মতভুক্ত (একই পন্থার অনুসারী) ছিলো" (বাকারা ঃ ২১৩)।

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এই সরল সমাজটির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত-পার্থক্য দেখা দিল। ফলশ্রুতিতে প্রয়োজন সৃষ্টি হলো এমন কিছু বিধি-বিধানের যেগুলোর মাধ্যমে তাদের মধ্যস্থিত পার্থক্য দূর করা সম্ভব হবে এবং তাদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

মানবজাতি প্রকৃতিগতভাবে একদিকে যেমন সমাজবদ্ধ হয়ে থাকার প্রয়োজন অনুভব করে ঠিক তেমনিভাবে প্রাধান্য অর্জনের প্রবণতাও মানব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে। এবং মানুষে মানুষে দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পার্থক্যের কারণে সমাজ জীবনের সামষ্টিক অবস্থানে থেকেই বিভিন্ন দিক দিয়ে যারা শক্তিশালী তারা অন্যদের উপর প্রাধান্য অর্জন করতে চায়, সুবিধালাভ করতে চায়। এর ফলশ্রুতিতে কিছু না কিছু দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও সমস্যা দেখা দেয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি হয় বাড়াবাড়ি। তাই "যুথবদ্ধ জীবনের" সরল ও সাম্যরূপটি দীর্ঘদিন বাস্তব ও প্রাকৃতিক কারণে টিকে থাকতে পারেনি—পারা সম্ভব ছিলনা। কিন্তু এমনি অবস্থায় মানব সমাজকে কতিপয় লোকের খেয়াল খুশী ও ইচ্ছা আকাঙ্খার উপর এবং নিছক প্রাকৃতিক অবস্থার উপর আল্লাহ ছেড়ে দেননি। তিনি এর প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করলেন ঃ

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط

"অতঃপর আল্লাহ নবী প্রেরণ করলেন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী-রূপে এবং তাদের সঙ্গে সত্যতা সহকারে কিতাব নাজিল করলেন যাতে যে

www.pathagar.com

সব বিষয়ে মানুষ মতবিরোধ করছিল সেই সব বিষয়ে বিচার ফায়সালা করতে পারেন।" (বাকারা ঃ ২১৩)।

কোন কোন ভাষ্যকারের মতে মানুষের প্রাথমিক মতবিরোধ দেখা দেয় এ পৃথিবীতে বৈষয়িক জীবন যাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে। তাই জীবন যাপনের সুষ্ঠু পথ নির্দেশনা এবং মত পার্থক্য দূর করে অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা টেনে দেয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, যাতে করে মানবজাতি সঠিক পথে চলে ইহলৌকিক কল্যাণ পেতে পারে এবং আখেরাতেও মুক্তি ও শান্তি লাভ করে জীবনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। চিন্তা ভাবনা করলে এটা সুস্পষ্ট হবে যে, প্রাথমিকভাবে মানব সমাজে জীবন যাপনের বিধি বিধান ও নিয়ম-কানুন চালু হয়নি। যখন মতবিরোধ দেখা দেয় তখন আল্লাহ কিতাব নাজিল করে এ সমস্যার সমাধান করলেন। কিন্তু কিতাব নাজিল হওয়ার পর যারা বেশী অধিকার দাবী করছিলো—যারা মানব সমাজের উপরে বিভিন্ন দিক থেকে প্রাধান্য অর্জন করতে চেয়েছিলো তারা স্বাভাবিকভাবেই দেখতে পেলো যে নাজিলকৃত কিতাব—বিধি-বিধান তাদের আকাঙ্খিত অধিকার খর্ব করে দিচ্ছে। নাজিলকৃত বিধি-বিধান অনুযায়ী চলতে হলে তারা যা চায় তা অর্জন সম্ভব নয়—কেননা এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার কোন সুযোগ নেই। নাজিল করা কিতাব বাস্তবক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ (তাদের কামনা বাসনা অনুযায়ী) রক্ষা না করে বরং সাধারণ লোকদের (তাদের বিবেচনায় যারা দুর্বল, কম যোগ্যতা সম্পন্ন) স্বার্থ রক্ষা করছে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই তারা এ অবস্থা মেনে নিতে চাইলো না বরং ঐশী জীবন ব্যবস্থার মুকাবেলায় ভিন্ন ধরনের জীবন ব্যবস্থা যা মূলতঃ ঐ প্রাধান্য-কারী, স্বার্থপর ও সুবিধাকাঙ্খী গোষ্ঠীরই স্বার্থ রক্ষা করবে—এমনি একটি জীবন ব্যবস্থা বা ধর্মের তারা উদ্ভাবন ঘটালো। স্বার্থ ও সুবিধা রক্ষার ব্যাপারটাকে গোপন রেখে ঐশী ধর্মের সঙ্গে মতবিরোধ করে তারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম আবিষ্কার করতে শুরু করলো অথবা ঐশী ধর্মের যে সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও প্রত্যয় এবং বাস্তব বিধিবিধান (শরীয়াত) তাদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা অন্য যে কোন স্বার্থের প্রতিকূলে যায় তার পরিবর্তন করে বসলো। এ বিষয়টিকে পবিত্র কুরআন নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেছে ঃ

www.pathagar.com

وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم
البينت بغيا بينهم —

'প্রকৃত সত্য ও সুস্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ পাওয়ার পরে শুধু পরস্পর বাড়াবাড়ি ও বিদ্বেষবশতঃই তারা মতবিরোধ করছিলো।" (বাকারা—২১৩)

মূলতঃ ঐশী বিধান ছিলো মানবজাতির সরল সমাজটিতে কালক্রমে সৃষ্ট মতপার্থক্য দূর করে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা। কিন্তু ঐ বিধান বাড়াবাড়ি করতে কৃতসংকল্প লোকদের স্বার্থের পক্ষে প্রতিকূল বিধায় তারা আবার নতুন করে খোদাপ্রদত্ত বিধি-বিধান ও ধর্মেরই ব্যাপারে মত পার্থক্য শুরু করল। যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন অংশীবাদী, প্রকৃতিবাদী ধর্মের, নাস্তিকতাবাদী, বস্তুবাদী বিভিন্ন তত্ত্বের ও বিধি-বিধানের আবির্ভাব ঘটে। ঐশী ধর্ম (ইসলাম) ছিলো সমগ্র মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আর মানব রচিত ধর্ম ও মতবাদ সৃষ্টির মূল কারণ হলো এর আড়ালে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণ।

কাজেই আমরা বুঝতে পারছি যে কালক্রমে সমাজে (যারা অতীতে একই উম্মত ছিলো) নানা গোষ্ঠী ও শ্রেণীর উদ্ভব ঘটতে লাগলো। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতও সৃষ্টি হতে লাগলো। জটিল সমাজের আবির্ভাবের সাথে সাথে সামাজিক সম্পর্ক, সম্বন্ধ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং সামাজিক বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন, উপায়-উপকরণ সবকিছু জটিল হতে থাকে। কালক্রমে গড়ে উঠলো জটিলতর সমাজ ও সভ্যতা।

আমরা যদি একটি সমাজকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে একটি সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণী রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে দ্বন্দ্ব সংঘাত। আবার ঐক্য সূত্রও আছে। এ সমস্ত গোষ্ঠী ও শ্রেণীগুলোকে অবস্থানগত দিক দিয়ে ও সমাজ কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্ক বিচারে প্রধান দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে ঐশ্রেণী যারা প্রচলিত সমাজকে পরিচালনা করছে, যারা সমাজ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুবিধা আদায় করছে, যাদের অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

রাজনৈতিক স্বার্থ ও সামাজিক মর্যাদা প্রচলিত সমাজের অস্তিত্বের সংগে সংশ্লিষ্ট, তারা এ সমাজ থেকে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, এ সমাজ তাদের যাবতীয় স্বার্থ রক্ষা করছে। এ শ্রেণীটি এ সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বের অধিকারী।

দ্বিতীয় প্রধান শ্রেণীটি হচ্ছে যারা এসমাজের সদস্য বটে কিন্তু এ সমাজ তাদের সামগ্রিক স্বার্থের অনুকূলে নয়। এখানে তাদের অধিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খর্বকৃত। সমাজের প্রথম শ্রেণীটির স্বার্থের যোগান তাদেরকে দিতে হচ্ছে। প্রচলিত সমাজের কাঠামোতে তাদের অবস্থান শ্রমদাতা হিসাবে-ভোক্তা হিসাবে নয়। এ সমাজের অস্তিত্ব তাদের স্বার্থের অনুকূলও নয় অপরিহার্যও নয়। তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন এ সমাজে সম্ভব নয়। এ সমাজ তাদেরও নয়—তাদের জন্যও নয়। বরং তারা সমাজের জন্য আর সমাজটি ঐ প্রথম সুবিধাভোগী শ্রেণীটির জন্য। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সমাজের অধিকাংশ মানুষ এই শ্রেণীভুক্ত। আর প্রথম শ্রেণীটি মূলতঃ মুষ্টিমেয় লোকদের সমন্বয়ে গঠিত। এ দু'শ্রেণী নিয়ে প্রচলিত সমাজ এবং তাদের টানা পোড়েনেই সৃষ্টি হচ্ছে নানা ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক সংঘাত। সুবিধাভোগী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী চেষ্টা করছে আইন-কানুন ও মতবাদের মাধ্যমে সমাজকে তাদের পক্ষে স্থিতিশীল রাখার জন্য। আবার নিষ্পেষিত, শোষিত, বঞ্চিত দ্বিতীয় শ্রেণীটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবচেতনভাবে নিছক পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদে তথাকথিত স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করছে। আবার কোথাও কোথাও তারা কায়েমী স্বার্থের স্থিতিশীলতার আইনের শিকারেও পরিণত হচ্ছে-মেনে নিচ্ছে ঐ সব কায়েমী স্বার্থের প্রণীত বিধিবিধানকে কিছুটা চাপের মুখে, কিছুটা ভবিতব্য মনে করে, আবার কিছুটা নিজেদের সামান্য স্বার্থরক্ষা হবে এই ভেবে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ভাবে এ সমাজ রক্ষার কোন তাগিদ তাদের নেই, না অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে এ সমাজের অস্তিত্বের তারা ধারক ও বাহক বরং যে কোন পরিবর্তনশীলতার প্রতি তাদের মনস্তাত্ত্বিক আকর্ষণ রয়েছে যদি সে পরিবর্তন তাদের অবস্থানকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। যাই হোক, প্রচলিত সমাজ তার গঠনের (Composition) দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্তঃ একদল কায়েমী স্বার্থের ধারক—এ স্বার্থ

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তথা সব পার্থিব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট (Temporal Interest) আর অপর শ্রেণীটি বঞ্চিত, শোষিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত। প্রথম শ্রেণীটিকে কোরানের পরিভাষায় মুস্তাকবিরীন (المستكبرين)[১] আর দ্বিতীয়টি মুস্তাদআ'ফীন (المستضعفين)[২]

টিকা—১ ঃ مستكبرين শব্দটি مستكبر শব্দের বহুবচন আর مستكبر শব্দটি استكبر ক্রিয়ার ইসমে ফায়েল (কর্তৃবাচক বিশেষ্য)। استكبر শব্দের অর্থ হচ্ছে অহংকার করা, বড় মনে করা, আর যারা অহংকার করে, নিজেদেরকে বড় মনে করে তাদেরকে বলা হয় مستكبر। সমাজের প্রথম শ্রেণীটিকে এজন্যই মুস্তাকবিরীন বলা হয় যে তারা সমাজের সার্বিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে অহংকারী হয়ে পড়েছে। সমাজের আর দশজনের চেয়ে নিজেদেরকে সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মনে করে বসে আছে। তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সুযোগ সুবিধা ও কর্তৃত্বের দিক দিয়ে নিজেদেরকে সর্বদাই বড় উত্তম জ্ঞান করে, যোগ্য মনে করে। তারা এতটা শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে যে, তারা যেসব অন্যায় সুযোগ সুবিধা লুণ্ঠন করছে, জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে তা যে অন্যায়, তা থেকে যে বিরত থাকা উচিৎ এ চেতনাটুকুও তাদের নেই। বরং এ সবকিছুই তাদের অধিকার মনে করে বসে আছে। অন্য লোকদেরকে তারা সবসময়ই সবদিক দিয়ে হীন মনে করে থাকে। সত্য গ্রহণের যে কোন আহবানকে তারা নিতান্ত অহংকারবশতঃ প্রত্যাখ্যান করে থাকে। মূলকথা যাবতীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার এ শ্রেণীটি চরম অহংকারী, সীমালংঘনকারী, সত্য প্রত্যাখ্যাকারী, আল্লাহর প্রভুত্ব গ্রহণে অস্বীকারকারী জালেম তাই তাদেরকে مستكبر বলা হয়।

২ ঃ مستضعفين শব্দটি مستضعف শব্দের বহুবচন। আর مستضعف শব্দটি استضعف ক্রিয়ার ইসমে মাফউল (কর্মবাচক বিশেষ্য) استضعف এর অর্থ দুর্বল মনে করা, দুর্বল গণ্য করা, দুর্বল করা ইত্যাদি। আর যাদেরকে দুর্বল করা হয়, দুর্বল গণ্য করা হয় বা দুর্বল বানিয়ে রাখা হয় এমন শ্রেণীটিকে কোরআনে مستضعف বলা হয়েছে। সমাজের নিগৃহীত, মজলুম, শোষিত শ্রেণীকে এজন্যই মুস্তাদাফ বলা হয় যে, তাদেরকে সমাজের শোষক শাসক মোস্তাকবিরীন শ্রেণী অত্যাচার, নির্যাতন, শোষণের মাধ্যমে দুর্বল করে এসেছে,

www.pathagar.com

যারা মুস্তাকবিরীন তারা গোটা সমাজের সার্বিক কর্তৃত্বের অধিকারী। আর যারা মুস্তাদআ'ফীন তারা সার্বিকভাবেই নিগৃহীত, নিপীড়িত। প্রচলিত সমাজ কাঠামোতে এ শ্রেণীটি দুর্বল হয়ে আছে—বা এ সমাজ তাদেরকে দুর্বল করে রাখছে। এমনি ধরনের শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যখন নবীগণ (আঃ) আসেন তখন কি বক্তব্য নিয়ে আসেন? তারা কি একটি শ্রেণীর স্বার্থের শ্লোগান তুলে অন্য শ্রেণীটির বিরুদ্ধে ক্ষেপানোর চেষ্টা করেন? নবী (আঃ) দের দাওয়াত কি কোন শ্রেণী নির্ভর? তাদের লক্ষ্য কি একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী? ইসলামের মৌল দাওয়াত ও এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেই উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর সমাধান মিলবে।

ইসলামের দাওয়াত সবার জন্য

নবী (আঃ) দের আগমন মানবতাকে পথ দেখাবার জন্য। প্রত্যেক যুগে ও জাতিতে আল্লাহতায়ালা যে সমস্ত নবীদের (আঃ) পাঠিয়েছেন তারা সবাই মূলতঃ একই দাওয়াত নিয়ে এসেছেন। যুগের ও দেশের হাজারো ব্যবধান সত্ত্বেও তাদের দাওয়াতের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না—সবারই দাওয়াত ছিল একরকম ঃ

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت -

তাদেরকে দমিয়ে রেখেছে। তাদেরকে যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এরা সবদিক দিয়ে দুর্বল, তাদের কোন অধিকারই সমাজের উচ্চ শ্রেণী স্বীকার করতে নারাজ। তাদেরকে সবসময় দুর্বল, হীন, ঘৃণ্য লাঞ্ছিত গণ্য করা হয়। এ শ্রেণীটি যাতে জেগে উঠতে না পারে, নিজেদের দুর্বল হীন অবস্থা কাটিয়ে উঠতে প্রয়াস না চালাতে পারে এ জন্য উপরতলার মুস্তাকবিরীন সম্প্রদায় সম্ভাব্য সব ধরনের ষড়যন্ত্রই চালিয়ে আসছে। তাদেরকে কোথাও অর্থনৈতিকভাবে, কোথাও রাজনৈতিকভাবে, কোথাও সামাজিক সাংস্কৃতিকভাবে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। ..... মূলকথা, সমাজের মুস্তাদাফ শ্রেণী সবদিক দিয়ে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও দুর্বল হয়ে আছে। তাই তাদেরকে আল-কোরআন মুস্তাদাফ বলে আখ্যায়িত করেছে।

www.pathagar.com

"এবং আমি প্রত্যেক জাতির (উম্মত) মধ্যে একজন রসূল পাঠিয়েছি (যাঁর দাওয়াত ছিলো) আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর এবং তাগুতের (খোদাদ্রোহী, সীমালংঘনকারী) আনুগত্য থেকে বিরত থাকো।" (নহল ঃ ৩৬)

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক রাসূলের (আঃ) দাওয়াতের মূল বক্তব্য ছিল আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করা এবং খোদাদ্রোহী শয়তানী শক্তিকে অস্বীকার করা, তাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করা। ইসলামের এই মৌলিক দাওয়াত সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য। অত্যাচারী, অত্যাচারিত, জালেম-মজলুম, ধনী-গরীব নির্বিশেষে আল্লাহর নবীগণ সবার নিকট সত্যকে কবুল করার, মিথ্যাকে পরিহার করার আহবান জানিয়েছেন। ইসলামের দাওয়াতের লক্ষ্য মানবজাতি—কোন বিশেষ জাতি, শ্রেণী বা গোষ্ঠী নয়। এ ব্যাপারে আল-কুরআনুল করীমের আবেদন সাধারণ ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের দাসত্ব কবুল কর যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পূর্ববর্তী গণকেও যাতে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারো।" (বাকারা—২১)

অতএব গোটা মানবজাতির জন্য একই দাওয়াত—একই আবেদন ঃ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব-কর্তৃত্ব মেনে নেয়া, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর দাসত্ব কবুল করে নেয়া, তাঁর প্রদত্ত বিধান মত জীবনকে পরিচালনা করা। আর তাহলে অধঃপতন, অশান্তি, ধ্বংস, নৈরাজ্য, যুদ্ধ, সংঘাত, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা শোষণ, নির্যাতন, হিংসা-বিদ্বেষ, তথা যাবতীয় ইহলৌকিক অকল্যাণ থেকে বাঁচা যাবে এবং আখেরাতেও মুক্তি এবং নাজাতের পথ এটাই।

অন্য একটি আয়াতে পবিত্র কোরআন যে বিশেষ কোন জাতি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর জন্যে নাযিল হয়নি একথাটি খুবই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ -

www.pathagar.com

"ইহাতো (কোরআন) একটি উপদেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য।"

(সাদ ঃ ৮৭)

এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর আগমনও যে শুধু তদানিন্তন মক্কাবাসীর জন্যে বা আরববাসীর জন্যে অথবা সেই সময়ের বিশেষ কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর জন্যে ঘটেনি বরং মানবতার জন্যই তার আবির্ভাব, গোটা বিশ্ব-জগতই তাঁর অনুসৃত পথে চলে সাফল্য ও রহমত লাভ করতে পারে—স্পষ্ট করে বলা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

وما ارسلناك الا رحمة للعلمين -

"(হে নবী !) আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেকে পাঠিয়েছি। (আম্বিয়া—১০৭)

কাজেই একথা অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইসলামের আগমন সমগ্র মানবতার জন্য, সমগ্র জাতিসমূহের জন্য, সর্বশ্রেণীর জন্য ; সব ধরণের গোষ্ঠীর জন্য এর আবেদন এবং সবার জন্যেই তা প্রযোজ্য। ইসলাম কারো বিরুদ্ধে কারো ক্ষেপানোর জন্যে নয়। কারো উপর জুলুমের পথ করে দেয়ার জন্যে নয়—ইসলাম সত্য ও ন্যায়ের প্রবক্তা, এ সত্য ও ন্যায় গোটা মানব জাতির কল্যাণেরই প্রয়োজনে—নিছক কোন জাতি বা শ্রেণীর স্বার্থে নয়। ইসলামের উদ্দেশ্য নির্ভেজাল সত্য। এ সত্যের যারা বিরোধী ইসলাম তাদের বিরোধী, আবার যারা সত্যের অনুসারী ইসলাম তাদের কল্যাণ ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শত্রুতা বা মিত্রতা নির্ধারিত হবে সত্যের মাপকাঠিতে। কোন্ সামাজিক অবস্থান থেকে কার আগমন—কোন্ শ্রেণীর তিনি সদস্য, কোন্ জাতির তিনি নাগরিক এটা ইসলামের নিকট মৌলিক নয়—মৌলিক বিষয় হচ্ছে ঃ তিনি সত্যকে মেনে নিয়েছেন কিনা, তার অনুসরণ করছেন কিনা। এখানে ভ্রাতৃত্বের ও ভিত্তি সত্য গ্রহণ ও মিথ্যা বর্জন অর্থাৎ ঈমান-ই হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের মূল ভিত্তি ঃ

انما المؤمنون اخوة -

"সমস্ত মুমিনগণ ভাই ভাই" (হুজরাত—১০)

www.pathagar.com

কাজেই স্থায়ী শ্রেণী শত্রু, জাতীয় শত্রু বা স্থায়ী শ্রেণী স্বার্থ—শ্রেণী চেতনা, জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় চেতনার কোন অবকাশ নেই যা মূলতঃ মানবতার সামগ্রিক স্বার্থের সঙ্গে—সত্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়।

অতএব পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইসলামের আবেদন সব শ্রেণীর জন্যে, সব জাতির জন্যে—গোটা মানবতার জন্যে। ইসলামের মৌল সূত্র হচ্ছে ঃ মানব জাতির ঐক্য চেতনা—মানবীয় ভ্রাতৃত্ব।

এখানে এসে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় ঃ ইসলাম কি তাহলে মানব জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে যে স্বার্থের সংঘাত চলছে তা অস্বীকার করছে? অথবা এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর উপর যে জুলুম করছে, এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীকে যে শোষণ করছে—নির্যাতন করছে তাদের এ অবস্থার অবসান না ঘটিয়েই কি শুধু মানবতার আর মানবীয় ভ্রাতৃত্বের কথা বলছে? অথবা সমাজের যারা জালেম ও শোষক ভ্রাতৃত্বের ও মানবতার কথা বলে কি তাদের জুলুম ও শোষণ টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে না? বাস্তব সমাজে যুগ যুগ ধরে যে বঞ্চনা, শোষণ, নির্যাতন চলছে এগুলো কি একটি সত্য গ্রহণ করলেই দূর হওয়া সম্ভব? এমনি আরো অনেক জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ জাগে মানুষের মনে। বিশেষ করে শোষক ও জালেমরা যুগ যুগ ধরেই অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের নামেও তাদের কৃতকর্মকে যথার্থ প্রমাণের চেষ্টা করেছে। যখন বঞ্চিত ও মজলুম মানুষ জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছে তখনই—মানবতার দোহাই, ধর্মের দোহাই, ঐক্যের দোহাই দিয়ে নানাভাবে ঐ জাগরণকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছে। কাজেই ইসলামের বাণী সবার জন্যে—কোন শ্রেণীর জন্য নয় একথা শুনার পর—হয়তো কারো মনে এ জাতীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুধু এতটুকু বলবো যে, ইসলামের সাধারণ দাওয়াত সবার জন্য কিন্তু সব শ্রেণী তার স্ব-স্ব অবস্থান বজায় রেখে, এর কোন পরিবর্তন না এনে এ সাধারণ দাওয়াত গ্রহণ করতে পারে না। এ দাওয়াত গ্রহণ করা মানে নিছক একটা মতবাদ, তত্ত্ব বা দার্শনিক সত্যকে মেনে নেয়া নয় বরং ইসলামের কাম্য সামাজিক

www.pathagar.com

ভিত্তি ও কাঠামোকেও মেনে নেয়া। মৌখিকভাবে সত্য গ্রহণ কোন তাৎপর্যই বহন করে না যদি সমাজ জীবনে এর প্রতিফলন না থাকে। কাজেই সাধারণ দাওয়াত সব শ্রেণীকে মেনে নেয়া মানে হচ্ছে সব শ্রেণী গোষ্ঠী—জাতির জন্য কল্যাণকর একটা সমাজপদ্ধতিকে মেনে নেয়া—সবাই পুরানো অবস্থান ও ভূমিকা পরিবর্তন করে নতুন একটি অবস্থানে আসা ও নতুন একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া।

প্রশ্ন ঃ এ নতুন অবস্থানটি কি? ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজের ভিত্তি—সত্য ও ইনসাফ কোন শ্রেণী স্বার্থও নয়, শ্রেণী শোষণও নয়

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম গোটা মানবতার মুক্তির জন্য। আর এই মানবজাতির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জাতি—উপজাতি নানারকম গোষ্ঠী, অনেক শ্রেণী। এসব নিয়েই মানবসমাজ। এখানে পারস্পরিক দ্বন্দ্বও আছে আবার সমঝোতাও আছে। শুধু সমগ্র মানবজাতি নয়, একটি দেশের বা জাতির মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী-শ্রেণী ইত্যাদি। এক এক গোষ্ঠীর দাবী এক এক রকম। এক এক শ্রেণীর চাহিদা ও স্বার্থ—এক এক ধরনের। প্রত্যেক গোষ্ঠী বা শ্রেণীই চায় তার সর্বাধিক চাহিদা পূরণ করতে, সর্বাধিক স্বার্থ আদায় করতে। আবার ঐ সমস্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর শক্তি সামর্থ ও চাহিদা পূরণ একরকম হয়না। এখানে কেউ হয়তো ন্যায্য অধিকার ও পাওনার চেয়ে বেশী আদায় করছে আবার কোন শ্রেণী তার যতটুকু পাওয়া উচিৎ তাও পাচ্ছেনা। মূলকথা এখানে বিভিন্ন শ্রেণী ও দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে কেউ বেশী পাচ্ছে কেউ কম পাচ্ছে। কেউ শোষিত হচ্ছে আবার কেউবা শোষণ করছে, কেউ মজলুম হচ্ছে আবার কেউ জুলুম চালাচ্ছে এবং এ অবস্থাটা ঘটে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণীর চাহিদা ও স্বার্থের সংঘাতের ফলেই। কাজেই সমাজের বিরাজমান দ্বন্দ্ব যেমন সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করছে আবার এ দ্বন্দ্ব সংঘাতই সমাজের বৈষম্য, জুলুম ও শোষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই দ্বন্দ্বই উন্নতির মাধ্যম এ তত্ত্ব সমাজ প্রগতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নয়। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, এ শ্রেণী ও গোষ্ঠী স্বার্থের দ্বন্দ্বযুক্ত সমাজে কি করে শান্তি উন্নতি সম্ভব হতে পারে?

ইসলাম মনে করে সমাজে যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণী রয়েছে এটা বাস্তব ও স্বাভাবিক এবং তাদের চাহিদা ও স্বার্থের পার্থক্য রয়েছে, রয়েছ সংঘাতও। শুধু গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব নয় বরং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেও স্বার্থ, অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত রয়েছে। এ সব কিছুর বাস্তবতা মেনে নিয়েই ইসলাম গোটা সমস্যার সমাধান করার ব্যবস্থা করেছে।

www.pathagar.com

বনি আদমের রক্তচোষা সম্পদ নিয়ে যারা গড়ে তুলেছে তাদের ভোগের স্বর্গ। সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকার গরজে হাত পাতছে ঐ সমস্ত ধনিক সচ্ছল শ্রেণীর দুয়ারে। ঐ সমস্ত সচ্ছল ধনিক বুর্জোয়া শোষক শ্রেণীকেই আল-কোরানে মুতরাফ (مترف)* বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সত্যের বিরোধীতায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সত্য-ন্যায়ের আন্দোলনে যারা সর্বাগ্রে বিরোধীতায় লিপ্ত হয় তার অন্যতম হচ্ছে নেতৃস্থানীয় সরদার, মাতুব্বর, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত এ শ্রেণীর লোকেরা যে কোন ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের—দ্বীনি আন্দোলনের পথে বাধা প্রদানে সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। হযরত নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সঃ) পর্যন্ত নবীগণের আন্দোলনের যারা বিরোধীতা করেছে সত্যের আওয়াজকে যারা স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে তারা হচ্ছে ঐ সমস্ত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর লোকেরাই। পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন নবীগণের (আঃ) ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে, দ্বীনের আন্দোলনের প্রকৃতি আলোচনাকালে এ সামাজিক ঐতিহাসিক সত্যটি বারবার তুলে ধরা হয়েছে যাতে করে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী আন্দোলনের পথে ক্ষমতাসীন নেতৃস্থানীয়দের, কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর বিরোধীতা নিছক সাময়িক ঘটনা বা বিশেষ কোন যুগের ব্যাপার

---

* مترف শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে রুহুল মায়ানীর মধ্যে আল্লামা আলুসী বাগদাদী (রহ) বলেন ঃ

مترفها متنعمها وجبارها وملوكها انهم ائمة الفسق والضلال ـ

অর্থাৎ নিয়ামত পেয়ে যারা আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত, দম্ভপ্রকাশকারী, জবর-দস্তিকারী, সমাজপতি—যারা মূলত ফিসক ফজুর এবং গোমরাহীর নায়ক তারাই মুতরাফ। মাজমাউল বয়ানের মধ্যে আল্লামা তাবরছী (রহ) বর্ণনা করেন ঃ الترفة النعمة ـ ترفة এর অর্থ নিয়ামত আর مترف এর অর্থ رؤساها وساداتها بالطاعة অর্থাৎ (সচ্ছলতার কারণে) আনুগত্যের ক্ষেত্রে নেতা, সরদার (মূলতঃ এরা ধনিক শ্রেণী)।

www.pathagar.com

নয় বরং এ এক চিরায়ত ঐতিহাসিক বিধি—যেখানেই সত্যের আওয়াজ ন্যায়ের শ্লোগান উচ্চারিত হবে সেখানেই কায়েমী গোষ্ঠী, ক্ষমতাসীন মহল তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

হযরত নূহ (আঃ) সত্যের বাণী নিয়ে আসলে তাঁর জাতির নেতৃস্থানীয়রা তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো, তাঁকে গোমরাহ, পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করলো—

قال الملاء من قومه انا لنراك في ضلال مبين -

"তার (নূহ) জাতির সরদার মাতুব্বরগণ (মালা) জবাবে বলল ঃ— আমরা তো দেখতে পাচ্ছি তুমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত রয়েছ"

(সূরা আরাফ—৬০)

হযরত হুদ (আঃ) দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে তাঁর জাতি "কওমে আ'দের" নিকট আসলেন। তিনি যখনই দাওয়াত পেশ করলেন আ'দ জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁর দাওয়াত কবুল করা তো দূরের কথা হযরত হুদ (আঃ) কে নির্বোধ, মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করলো—

قال الملاء الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة
وانا لنظنك من الكاذبين -

"তাঁর জাতির (আদ) সরদার মাতুব্বরগণ (মালা) যারা অস্বীকার করেছিলো জবাবে বলল—আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত। আর আমাদের ধারণা তুমি মিথ্যাবাদী" (আরাফ—৬৬)

সালেহ (আঃ) যখন সামূদ জাতির নিকট দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন তখনও সামূদ জাতির কায়েমী নেতারা অহংকারে অন্ধ হয়ে সত্যকে অস্বীকার করে বসেছিলো এবং ঈমানদার গরীব দুঃখী নিগৃহীতদের—দুর্বলদের ঠাট্টা তামাশার বস্তু বানিয়েছিলো—

www.pathagar.com

قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا
لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه - قالوا
انا بما ارسل به مؤمنون - قال الذين استكبروا انا
بالذى امنتم به كافرون -

"তাঁর (সালেহ) জাতির (সামুদ) নেতৃস্থানীয়রা (মালা) যারা শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব করছিলো (মুসতাকবিরীন) দুর্বল শ্রেণীর লোকদের (মুস্তাদআ'ফীন) যারা ঈমান এনেছিলো তাদিগকে বলল, তোমরা সত্যই কি জানো যে সালেহ তার রবের প্রেরিত নবী ?.....

"সেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদারগণ বলল, তোমরা যা মেনে নিয়েছ আমরা তা অস্বীকার করি" (আরাফ ৭৫—৭৬)

হযরত শুয়ায়েব (আঃ) এর দাওয়াতে তার জাতির সরদারগণ তো কবুল করলই না উপরন্তু শুয়ায়েব (আঃ) এবং তার সঙ্গী ঈমানদারগণকে তাদের মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কারের হুমকি দিতে শুরু করলো—

قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرجنك
يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا

"তাঁর (শুয়ায়েব) জাতির (মাদায়েনবাসী) নেতৃস্থানীয়রা (মালা) যারা শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে নিমজ্জিত ছিলো তাকে বলল—হে শুয়ায়েব তোমাকে এবং তোমার সাথী ঈমানদারদেরকে এ জনপদ থেকে বহিষ্কৃত করে দেব।"
(আরাফ—৮৮)

www.pathagar.com

হযরত মূসা (আঃ) যখন সত্যের বাণী নিয়ে ফেরাউনের জাতির নিকট গেলেন এবং সত্যের সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ পেশ করলেন তখন নেতৃস্থানীয়রা তাঁকে যাদুকর বলে তার সত্য ন্যায়ের বাণীকে, বনি ইসরাইলদের মুক্তির দাবীকে প্রত্যাখ্যান করতে প্রয়াস পেল—

قال الملاء من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم -

"ইহা দেখে ফেরাউন জাতির নেতৃস্থানীয়গণ পরস্পরে বলল—নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি বড় সূক্ষ্ম যাদুকর।" (আরাফ—১০৯)

শেষ নবী (সঃ)ও যখন মক্কার নিপীড়িত সমাজে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে এলেন—অন্যায় অত্যাচার জুলুমের বিরুদ্ধে, হক ইনসাফের সপক্ষে কথা বললেন তখন মক্কার গোত্রপতিরা ওতবা, শায়বা, আবু সুফিয়ান, উমাইয়া, আবু জেহেল, আবু লাহাব তাঁর আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুললো এবং তাদের অত্যাচারে দেশ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে হলো। ইতিহাসের প্রতিটি পাঠকই এসব সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত রয়েছেন।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হযরত নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), সালেহ (আঃ), শুয়ায়েব (আঃ), মূসা (আঃ) ও শেষ নবী (সঃ)—সবার ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন কায়েমী নেতারা প্রথমে বাধা সৃষ্টি করেছে। আল কোরআনুল করিম গোটা নবুয়তের ইতিহাস থেকে প্রধান প্রধান নবী (সঃ) এর কাহিনী টেনে এ সত্যই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, কায়েমী নেতারা কোন কালেই সাধারণ-ভাবে সত্যের বাণী কবুল করেনি বরং এর বিরোধীতাই করেছে।

শুধু নবী (সঃ) দের যুগে নয় পরবর্তী যুগেও যত সত্য ও ন্যায়ের আন্দোলন হয়েছে ক্ষমতাসীনরাই তাকে প্রথম স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেছে। এমন কোন ন্যায়ভিত্তিক আন্দোলনের নাম বলা চলবে না যাকে প্রতিরোধ করার জন্য কায়েমী নেতৃস্থানীয়রা ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এটা এক ঐতিহাসিক ও কোরানিক সত্য।

www.pathagar.com

সত্য-বিরোধিতায় সচ্ছল ধনিক শ্রেণী (মুতরাফ)

ইসলামী আন্দোলনের আর একটি প্রধান বাধা হচ্ছে ধনিক শ্রেণীর লোকেরা। যারা সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, প্রচলিত সমাজ থেকে যারা সুবিধা পাচ্ছে, যারা সমাজের সমস্ত ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে, এ সমাজ যাদেরকে নির্বিবাদে বরং আইনসংগতভাবে শোষণ নির্যাতন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে, যারা সাধারণ মানুষের শ্রমের ফল নিজেদের কুক্ষিগত করার সুযোগ পাচ্ছে, যারা সীমাহীন বিলাসিতা ও ভোগলালসা চরিতার্থ করার অবাধ সুযোগের অধিকারী—তাদের এ ধরনের অন্যায় নিপীড়ন ও শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন যখন মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তখন ঐ সমস্ত সচ্ছল ভোগ বিলাসী শ্রেণীর লোকেরা আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। ইসলামী আন্দোলন যেহেতু শ্রেণী-প্রাধান্যমুক্ত ন্যায়ের আন্দোলন তাই ঐ শোষণকারী শ্রেণীটি কোন ক্রমেই এ আন্দোলনকে বরদাশ্‌ত করতে পারে না। তাই তারা আন্দোলনের আহবানকে—বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বসে, সত্যকে ঠেকানোর জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

সর্বযুগেই সচ্ছল শ্রেণীর লোকেরা ইসলামী আন্দোলনের তীব্র বিরোধীতা করেছে। যখনই কোন নবী (আঃ) তওহীদের বাণী নিয়ে এসেছেন ঐ শ্রেণীর লোকেরা তাদেরকে বরদাশ্‌ত করতে পারেনি। এ বিষয়টি—এক দু'জন নবী (আঃ) বা কোন একটি বিশেষ যুগ বা দেশে বা জাতির ক্ষেত্রে নয় বরং সদাসর্বদাই এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে যেমন বিষয়টি উপলব্ধি করা যায় ঠিক তেমনি আল কোরানুল করিম খোদ এ বিষয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দান করছে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন মক্কায় দ্বীনি আন্দোলন শুরু করলেন তখন ধনিক শ্রেণীর লোকেরা প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করলো। ধনিক শ্রেণীর বাধা প্রদান যে নিছক তাঁর যুগের ব্যাপারই নয় বরং এর আগেও এমনিভাবে ধনিক শ্রেণীর লোকেরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে—এর বিরোধীতায় লিপ্ত হয়েছে তাই আল্লাহ তুলে ধরেছেন সুস্পষ্ট ভাবে ঃ

www.pathagar.com

وكذالك ما ارسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها - انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون -

"এমনিভাবে তোমাদের পূর্বে যে জনপদেই আমি কোন ভয় প্রদর্শক পাঠিয়েছি সেখানকার সচ্ছল অবস্থার লোকেরা (মুতরাফ) এ কথাই বলেছে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের—একই পন্থার অনুসারী পেয়েছি এবং আমরা তারই অনুসরণ করে চলছি। (যুখরুফ—২৩)

ধনিক-সচ্ছল-বুর্জুয়া শ্রেণীর সত্য অস্বীকৃতি ও এর যে বিরোধিতা যে একটা চিরায়ত ঐতিহাসিক ব্যাপার তা আল্লাহতায়ালা অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

وما ارسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها - انا بما ارسلتم به كافرون -

"এমন কখনও হয়নি যে, কোন জনবসতিতে আমি একজন সতর্ককারী পাঠিয়েছি আর এ জনবসতির সুখী সমৃদ্ধশালী সচ্ছল লোকেরা (মুতরাফ) বলেনি যে, যে পয়গাম তোমরা নিয়ে এসেছ আমরা তা মানিনা।"
(সাবা—৩৪)

অতএব, কোরআন স্পষ্ট করেই বলছে যে, প্রতি যুগেই এবং প্রতি জনপদেই মুতরাফ শ্রেণী অর্থাৎ ধনিক সচ্ছল শ্রেণীর লোকেরা আন্দোলনের বিরোধী ভূমিকা পালন করেছে এবং আজকের যুগেও একথা সমভাবে সত্য।

দুটো শ্রেণীই মূলতঃ এক

এতক্ষণের আলোচনায় পরিষ্কার হলো যে, ইসলামী আন্দোলনের মূল বাধা হচ্ছে, কায়েমী নেতৃত্ব (মালা) ও ধনিক সচ্ছল শ্রেণীর (মুতরাফ)

www.pathagar.com

লোকেরা। উল্লিখিত দুটো শ্রেণী উপকরণগত প্রকৃতির দিক থেকে দুটো পৃথক শ্রেণী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজের অবস্থানগত বিচারে এ দুটো শ্রেণী একটি শ্রেণীকেই প্রতিনিধিত্ব করে। আর সেটা হচ্ছে সমাজের সুবিধাভোগী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। 'মালা' শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে যেমন শোষণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন চালাচ্ছে, সুবিধা লুটছে; তেমনি 'মুতরাফ' শ্রেণীর লোকেরাও তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করে শোষণ, লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে এবং অবাধ সুযোগ সুবিধা লুটে নিচ্ছে। এ দু'টো শ্রেণী মূলতঃ এক। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, যারা 'মালা' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাদের আবার রয়েছে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও ক্ষমতা। আবার অনেক 'মুতরাফ' শ্রেণীর লোকদেরও রয়েছে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি। মূলতঃ শোষক নির্যাতক শ্রেণীর লোকেরা একই সঙ্গে 'মালা' ও 'মুতরাফ' উভয় শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। এজন্য দুটো শ্রেণীকে একত্রে মুস্তাকবিরীন বলা হয়েছে। কেননা—মুস্তাকবিরীন তারা যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অথবা অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কারণে শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে নিমজ্জিত রয়েছে, যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে মানুষের উপর প্রভু হয়ে বসেছে, যারা নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে, সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ গণ্য করে নিয়েছে।

এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, সমাজের যে মুষ্টিমেয় অংশটিকে মুস্তাকবিরীন বলা হয় তা প্রধানতঃ দুটো শ্রেণী বা গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত (ক) মালা বা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী (খ) মুতরাফ বা অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। এ দৃষ্টিতে বলা চলে যে, সমাজের মুস্তাকবিরীন এবং তাদের সহযোগীরাই ইসলামী আন্দোলনের মূল "শ্রেণীগত" বাধা।

www.pathagar.com

মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর প্রতিটি সদস্য অনিবার্যভাবেই সত্য বিরোধী নয়

কায়েমী রাজনৈতিক শ্রেণী (মালা), এবং কায়েমী অর্থনৈতিক শ্রেণী (মুতরাফ) আন্দোলনের পথে প্রধান বাধা-এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে এসে একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় যে 'মালা' বা 'মুতরাফ' শ্রেণীর প্রতিটি সদস্যই কি আন্দোলনের বিরোধীতা করে থাকে? অতীতে দেখা গিয়েছে এবং বর্তমানেও দেখা যায় যে, কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা সচ্ছল কেউ আন্দোলনকে কবুল করতে পারে এবং যদি তাই হয় তাহলে কেমন করে বলা যাবে যে নেতৃস্থানীয় বা ধনী মানেই আন্দোলন বিরোধী?

'মালা' বা 'মুতরাফ' শ্রেণীর লোকেরা আন্দোলন বিরোধী-এর অর্থ হচ্ছে তারা শ্রেণীগতভাবে আন্দোলন বিরোধী-এটা ঐ শ্রেণীদ্বয়ের সামাজিক ঐতিহাসিক প্রকৃতি বা চরিত্র। প্রচলিত পীড়নমূলক সমাজই এ দু'শ্রেণীর জন্মদান করেছে এবং এ সমাজের অস্তিত্বের সংগেই তাদের শ্রেণীগত অস্তিত্ব জড়িত। তাই শ্রেণীগত স্বার্থে বা শ্রেণীগত অস্তিত্বের প্রয়োজনে তারা আন্দোলনের বিরোধীতা করে থাকে। এবং শ্রেণীগত দৃষ্টিকোন বজায় রেখে তারা আন্দোলনের পথে আসতে পারে না। ঐ শ্রেণীর কেউ আন্দোলনে আসতে চাইলে শ্রেণীর অবস্থানকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে; আর একটি শ্রেণীর পক্ষে শ্রেণী হিসেবে তার অবস্থান পরিবর্তন কঠিন তাই শ্রেণী হিসাবে তারা সর্বদাই বিরোধীতা করে থাকে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সত্যকে উপলব্ধির কারণে তার শ্রেণীগত অবস্থান পরিহার করে বা শ্রেণীগত সুযোগ সুবিধা হারানোর ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলনের পথে চলে আসতে পারে। যখন কেউ সত্য প্রীতির কারণে তাঁর স্বীয় শ্রেণীগত অবস্থান, মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা পরিহার করার মত মানসিক শক্তি অর্জন করে তখনই তার পক্ষে আন্দোলনে শরীক হওয়া, দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। কাজেই 'মালা' বা 'মুতরাফ' শ্রেণী শ্রেণীগতভাবে আন্দোলন বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ঐ শ্রেণীদ্বয় থেকে ব্যক্তিবিশেষ আন্দোলনের সংগে শরীক হতে পারে—ভূমিকা পালন করতে পারে। আর ব্যক্তি বিশেষের অবস্থান পরিবর্তন শ্রেণীর অবস্থান পরিবর্তন বুঝায় না বরং শ্রেণী শ্রেণীর

www.pathagar.com

অবস্থানেই এবং ভূমিকায়ই থেকে যায় শুধু ব্যক্তি তার শ্রেণীগত অবস্থান ও ভূমিকা পরিবর্তন করে মাত্র।

মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর আন্দোলনের বিরোধীতার কারণ

'মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত' 'মালা' ও 'মুতরাফ' শ্রেণীর লোকেরা এবং তাদের সহযোগী মিত্ররা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু কেন? কোন্ কারণে ঐ শ্রেণীর লোকেরা আন্দোলনের পথে তীব্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে? আল কুরআনুল করীম অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, অনেক কারণেই ঐ শ্রেণীর লোকেরা আন্দোলনের তীব্র বিরোধী হয়ে পড়ে। তবে কারণ-গুলোর মধ্যে চারটি কারণই প্রধান ঃ—

(১) নেতৃত্ব হারানোর ভয়, (২) সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবার আশংকা, (৩) আভিজাত্য শ্রেষ্ঠত্য ও জাঁকজমকের অহমিকা, (৪) অর্থনৈতিক ও জনশক্তির প্রাচুর্য।

প্রথম কারণ দুটো ভবিষ্যতের নিশ্চিত আশংকাজনিত ফল এবং শেষ দুটো কারণ বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট,

নেতৃত্ব হারানোর ভয় ঃ—প্রচলিত সমাজের সার্বিক নেতৃত্ব মুস্তাক-বিরীন শ্রেণীর হাতেই থাকে। তারা কোনক্রমেই ঐ নেতৃত্ব হাতছাড়া করতে প্রস্তুত থাকে না। তাদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, আধিপত্য সবকিছুই নির্ভর করছে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকার উপর। এ সমাজ টিকে থাকলেই তাদের নেতৃত্ব অটুট থাকবে আর এ সমাজ পরিবর্তন হয়ে গেলে তাদের নেতৃত্বের আসনও টলে যাবে। কেননা, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাই ঐ শ্রেণীর নেতৃত্বকে আইনানুগ রূপ দিয়েছে এবং তাদের আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব জনগণকে মেনে নিতে বাধ্য করেছে। তাদের নেতৃত্বের তথাকথিত বৈধতা (Legitimacy) এ সমাজ টিকে থাকার উপর নির্ভরশীল। এ সমাজ টিকে থাকলে তাদের কর্তৃত্বের বৈধতা (?) ও থাকবে আর এ সমাজের পতন ঘটলে তাদের নেতৃত্বের বৈধতাও শেষ হয়ে যাবে। তাই এ শ্রেণীর লোকেরা যখন দেখতে পায় যে তওহীদের আন্দোলন জেগে উঠেছে তখন তারা স্পষ্টই বুঝতে

www.pathagar.com

পারে যে এ আন্দোলন সফল হলে সেখানে তাদের কোন স্থান নেই। এতদিন পর্যন্ত তারা যে ভাবে কর্তৃত্ব, আধিপত্য চালিয়েছে ইসলামী সমাজে তা মোটেই সম্ভব হবে না। তথাকথিত যে স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যের কারণে তাদের নেতৃত্ব লাভের সুযোগ হয়েছে ইসলামী আন্দোলনের প্রভাবে সেই জাহেলী পীড়নমূলক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়। আর তার ফলশ্রুতিতে তাদের নেতৃত্ব কর্তৃত্বের স্থিতিশীল ভিত্তি ও সোপান গুলোও ভেঙে খান খান হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি দেখা দেয়। সমাজের ক্ষমতাসীনরা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারে যে ইসলামী আন্দোলন সফল হলে নেতৃত্বের আসন থেকে তাদের বেদখল হতেই হবে। এ জমীনের উপর কর্তৃত্ব আধিপত্য চালানোর কোন অবকাশ থাকবে না।

يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون -

"(ফেরাউন জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে বলল) ..... "তোমাদিগকে সে (মূসা আঃ) তোমাদের জমি জায়গা থেকে বেদখল করতে চায়? .....এখন কি করবে বল?" ..... (আরাফ ঃ ১১০)

এমনিভাবেই কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ে তারা শংকিত হয়ে পড়ে এবং এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়াকে প্রতিরোধ করার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠে। তাদের প্রতি মুহূর্তের আশংকা—তাদের হাত থেকে কখন ইসলামের হাতে নেতৃত্ব চলে যায়—তাদের ক্ষমতা প্রাধান্য শ্রেষ্ঠত্ব খতম হয়ে পড়ে। তাদের সগোত্রীয়দেরকে আন্দোলনের বিরুদ্ধে ক্ষেপানোর জন্য নেতৃত্ব রক্ষার প্রশ্নটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পেশ করে থাকে। যদি আন্দোলনটিকে প্রতিরোধ করা না যায় তাহলে যে তাদের নেতৃত্বের বদলে আন্দোলনকারীদের নেতৃত্ব কায়েম হয়ে যাবে এ কথাটি তারা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে ঃ

فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم - يريد ان يتفضل عليكم -

www.pathagar.com

"তাঁর (নূহের) জাতির নেতৃস্থানীয়রা বলল.....তাঁর (নূহের) উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, সে তোমাদের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে।"

(মু'মেনুন ঃ ২৪)

তাই যে আন্দোলন চলতে দিলে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে, যে দাওয়াত কবুল করলে তাদেরকে অন্যের প্রাধান্য মেনে নিতে হবে তা তারা—ক্ষমতাসীনরা মেনে নিতে পারে না। পুরোনো ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। কারণ এ ব্যবস্থাই তাদের নেতৃত্বের পথ সুগম করছে। অতএব প্রচলিত পন্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্তনকামী কোন মত ও পথকে গ্রহণ করা চলবে না—

قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ابائنا وتكون

لكما الكبرياء في الارض - وما نحن لكما بمؤمنين -

"তারা (ফেরাউন ও তার রাজন্যবর্গ) বলল ঃ তুমি কি এজন্য এসেছ যে আমাদিগকে সে পথ ও পন্থা হতে ফিরিয়ে নেবে যার উপরে আমরা আমাদের বাপদাদাকে পেয়েছি। আর জমীনে তোমাদের দু'জনের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তোমাদের কথাতো আমরা মেনে নিতে পারি না।"

(ইউনুস ঃ ৭৮ আঃ)

কাজেই দেখা যাচ্ছে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ না করা, আন্দোলনের পথে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে নেতৃত্ব হারানোর ভয়—প্রভাব প্রতিপত্তি ও জুলুমের হাতিয়ার ক্ষমতা বিনষ্ট হবার আশংকা।

সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা ঃ

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে প্রচলিত সমাজ থেকে সমাজের 'মালা' ও 'মুতরাফ' শ্রেণী বিপুল সুবিধা লাভ করছে। এ সমাজ যত সুবিধা ও সুযোগ সৃষ্টি করছে তার প্রায় সবটাই যাচ্ছে তাদের হাতে। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রিক সুযোগ সুবিধাদী যা কিছু

www.pathagar.com

এ সমাজ থেকে লাভ করা সম্ভব তার মালিক হয়ে পড়েছে সমাজের উপর তলার 'মুস্তাকবিরীন' শ্রেণী। তাই প্রচলিত সমাজ টিকে থাকা না থাকার উপরই নির্ভর করছে তাদের অবৈধ সুযোগ সুবিধাগুলো টিকে থাকা না থাকা। এ জন্যই যখনই এমন কোন আন্দোলন জেগে উঠে যা এ সব অন্যায় সুবিধা প্রাপ্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, গোটা শোষণমূলক অবস্থার পরিবর্তনে প্রয়াসী হয়, স্বাধীনতা, মুক্তি ও সাম্যের কথা বলে তখন ঐ সব শোষক, নিপীড়ক, সুবিধাভোগী শ্রেণী তাদের মৃত্যু ঘন্টা—ধ্বংসের আগাম বারতা শুনতে পায়।

وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا
انكم اذا لخاسرون -

"তাঁর জাতির নেতাগণ যারা তাঁর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলো, পরস্পরে বলল ঃ তোমরা যদি শুয়ায়েবকে অনুসরণ কর তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।" (আরাফ ঃ ৯০)

তাই তারা ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে এবং ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বাধার প্রাচীর গড়ে তোলে। আন্দোলনকে চলতে দিলে এবং আন্দোলনের দাওয়াত কবুল করলে দেশ থেকে উৎপাটিত হতে হবে—দেশের মানুষের উপর অন্যায় কর্তৃত্ব ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হবে এ আশংকা তাদের পেয়ে বসে—

وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا -

"তারা (মক্কার লোকেরা) বলে—" আমরা যদি তোমাদের সহিত এ হেদায়াত মেনে চলতে শুরু করি তাহলে আমাদিগকে দেশ হতে উৎপাটিত করা হবে।" (কাসাস ঃ ৫৭ আঃ)

অতএব তারা কোনক্রমেই আন্দোলনের দাওয়াত কবুল করতে প্রস্তুত হবে না এবং দাওয়াত কবুল করার পরিণতিতে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা

www.pathagar.com

পরিহার করতেও চাইবে না। বরং যাতে তাদের সুযোগ-সুবিধা বিনষ্টকারী আন্দোলন সমাজের বুকে চলতে না পারে তার জন্য যতরকম চেষ্টা যত্ন ও পন্থা উদ্ভাবন প্রয়োজন তাই করবে।

আভিজাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও জাঁকজমকের অহমিকা ঃ

সমাজের উপর তলার লোকদের ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা, এর প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রদর্শনের অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, তারা নিজেদের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব মনে করে। নিজদের শানশওকত জাঁকজমক সমৃদ্ধি তাদেরকে অহংকারী করে তুলেছে। নিজদের চেয়ে বৈষয়িকতার দিক দিয়ে যারা দুর্বল বা যারা কষ্টে সিষ্টে জীবন যাপন করছে তাদের কথা শুনা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই তারা নিজদের উত্তম অবস্থায় থাকাটাকে তাদের গৃহীত জীবন বিধান বা প্রচলিত ব্যবস্থার যথার্থতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। তাদের মতে যে জীবন বিধান অনুসরণ করে তাদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন সম্ভব হচ্ছে তাই তো উত্তম জীবন বিধান। আন্দোলনকারী আর আন্দোলন বিরোধীদের জীবনধারা দেখলেই তো বুঝা যাবে কারা ভালো অবস্থায় আছে বা কাদের পথ ও নীতি উত্তম—

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا
للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.

"এই লোকদেরকে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ শুনানো হয়, তখন অমান্যকারীরা ঈমানদার লোকদের বলে ঃ বল, আমাদের দু'দলের মধ্যে উত্তম অবস্থায় কে রয়েছে আর কার মজলিশসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ?"

(মরিয়ম ঃ ৭৩ আঃ)

এ সমস্ত লোকেরা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে নিছক অহংকার বশতঃ। তারা জুলুম, অহংকার, সীমালংঘন মূলক কাজে এতটা মগ্ন হয়ে পড়েছে যে—তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারলেও সত্যকে গ্রহণ করার মত অবস্থায় তারা নেই। তাই তাদেরকে

www.pathagar.com

দেখা যায় যে আন্দোলনের বক্তব্যের যথার্থতা তাদের সামনে উদ্ভাসিত হওয়া সত্ত্বেও তারা মরিয়া হয়ে এর বিরোধীতা করতে থাকে—

وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا -

"তারা (ফেরাউন ও তার দলবল) সরাসরি জুলুম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এ নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলো, অথচ তাদের অন্তর এগুলো মেনে নিয়েছিলো।" (নামল ঃ ১৪)

এ সমস্ত লোকেরা এতটা অহংকারী ও নিজদের সামাজিক অবস্থানের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে এতটা অন্ধ হয়ে পড়েছে যে তাদের চেয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে নিম্নস্তরের কেউ সত্য ন্যায়নীতির কথা বললেও তা গ্রহণ করা যাবেনা—এতে তাদের সামাজিক রাজনৈতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে, তাদের বড় মানুষী ও তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে—তাই তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে বসে—

ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بايتنا وسلطان
مبين - الى فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوما
عالين - فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما
لنا عابدون -

"পরে আমরা মূসা ও তার ভাই হারুনকে নিজের নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট সনদ সহকারে ফেরাউন ও তার রাজন্যবর্গের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা অহংকার করলো এবং তারা খুব বড় মানুষীতে লিপ্ত হয়েছিল।

"বলতে লাগলো আমরা কি নিজদের মতই দু'ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনবো? আর সে ব্যক্তিরাও হচ্ছে তারা যাদের জাতি আমাদের দাস?"

(মুমেনুনঃ ৪৫-৪৭)

www.pathagar.com

কাজেই তাদের মতো মহান (?) ব্যক্তিরা দাস জাতির নেতার প্রতি কিভাবে আস্থা স্থাপন করতে পারে? শুধু কি তাই? আন্দোলনের সঙ্গে সর্বাগ্রে জড়িত লোকদের সামাজিক অবস্থানও এ সমস্ত বড় লোকদের—মর্যাদাশালীদের মান সম্ভ্রম বিনষ্ট হওয়ার কারণ। তারা কি এমন ব্যক্তির নেতৃত্ব মানতে পারে—বক্তব্য গ্রহণ করতে পারে যে তাদের বিচারে কোন ক্রমেই কোন দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ নয়?

তাদের যারা সঙ্গী তারাও তো সমাজের হীন ঘৃণ্য শ্রেণীরই লোক। যাদের জ্ঞানবুদ্ধি বলতে কিছু নেই—তারা মূর্খ নির্বোধ। ঐ সমস্ত সাধারণ লোকেরা কি জানে, কি বুঝে? তারা যেখানে গিয়ে ভীড় জমিয়েছে সেখানেই কি সমাজ নেতাদের মতো—এলিট শ্রেণীর মত আলোকপ্রাপ্তগণ যেতে পারে বা যাওয়ার প্রয়োজন মনে করতে পারে? তাই তাদের পক্ষে এ ধরনের আন্দোলনের প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতাই স্বাভাবিক—

فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا
مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادى
الراى - وما نرای لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين -

"তার জাতির নেতৃস্থানীয়রা—যারা অস্বীকার করেছিলো, বললঃ আমাদের দৃষ্টিতে তুমি আমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়াতো আর কিছু নও। আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মধ্যে যারা হীন নীচ তারাই না বুঝে তোমার পথ অবলম্বন করেছে আমরা। এমন একটা জিনিসও দেখতে পাইনে যাতে তোমরা আমাদের অপেক্ষা কিছু মাত্র অগ্রসর। বরং আমরা তোমাকে মিথ্যুকই মনে করি" (হুদ-২৭)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আনীত সত্যকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল এজন্য যে কোরান মক্কা ও তায়েফের কোন বড় লোকের উপর অবতীর্ণ হয়নি, হয়েছে একজন সম্পদহীন ইয়াতীম ব্যক্তির উপর—

www.pathagar.com

وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من
القريتين عظيم -

"তারা বলে এ কোরান উভয় শহরের বড় লোকদের মধ্য হতে কারো উপর নাজিল হলো না কেন ?" (যুখরুফ ঃ ৩১)

কাজেই এটা স্পষ্ট যে সমাজের উপরতলার লোকেরা—মুস্তাকবিরীন শ্রেণীটি অহংকার, শ্রেষ্ঠত্ববোধ ইত্যাদি কারণে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করে থাকে। অথচ এ সমস্ত লোকদের এ শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও অহংকারের কোন অধিকার নেই—তাদের এই সামাজিক অবস্থান ও স্বাধীনতা মূলতঃ অবৈধ ঃ—

واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق -

"সে এবং তার সৈন্য সামন্তরা পৃথিবীতে কোন অধিকার ছাড়াই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করে বসলো।" (কাসাস—৩৯)

অর্থনৈতিক ও জনশক্তির প্রাচুর্য

সমাজের মুস্তাকবিরীন শ্রেণী আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে তারা ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এবং জনশক্তির প্রাচুর্য লাভ করে হঠকারী হয়ে পড়েছে। তাদের ধন সম্পদের অহমিকা, আর্থিক সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন তাদেরকে সত্যের পথে—ন্যায়ের পথে আসতে বাধা প্রদান করছে। তাদের সচ্ছলতা, সমৃদ্ধি তাদেরকে সত্য অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করছে—আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলে হয়তো সত্যের বাণীকে তারা বিবেচনা করে দেখতো—কিন্তু এখন সচ্ছলতা রয়েছে বলে আন্দোলনের বক্তব্যের যথার্থতা চিন্তা করারই প্রয়োজন মনে করে না—

www.pathagar.com

الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة
واترفنهم في الحيوة الدنيا ـ

"তার জাতির নেতৃবৃন্দ যারা মানতে অস্বীকার করেছিলো......যাদেরকে দুনিয়ার জীবনে সচ্ছলতা দান করেছিলাম।" (মুমিনুন ঃ ৩৩)

যুগে যুগে সচ্ছলতা সত্য বিরোধীদের সত্য গ্রহণের পথে বাধাই হয়ে দাঁড়িয়েছে, ধন সম্পদ—তাদেরকে আরো বেশী সত্যের বিমুখ করে তুলেছে। সচ্ছলতা ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাদের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে না—

قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده
ماله وولده الا خسارا ـ

"নূহ বলল ঃ হে আমার রব! তারা আমার কথা অমান্য করেছে ও সেসব লোকদের (সমাজ প্রধানদের) আনুগত্য করেছে যারা ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি পেয়ে আরো অধিক ব্যর্থকাম হয়েছে।" (নূহ ঃ ২১)

বর্তমান যুগ হউক আর অতীত যুগ হউক—সবসময়ই ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যের অধিকারী লোকেরা সত্য বিরোধিতার ক্ষেত্রে চরম হঠকারিতা দেখিয়েছে—

كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر
اموالا واولادا ـ

"তোমাদের (হাবভাব তাই) যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের ছিলো। তারা বরং তোমাদের চেয়েও শক্তিশালী ও অধিক মালসম্পদ এবং সন্তানের অধিকারী ছিলো।" (তওবা ঃ ৬৯)

www.pathagar.com

ঐ সমস্ত লোকেরা আজকে সত্য বিরোধিতায় যে সাহস দেখাচ্ছে—তার কারণ তো এই যে, আল্লাহ তাদেরকে কিছু ধনসম্পদ দিয়েছেন। ধন-সম্পদ না থাকলে কি তাদের পক্ষে বিরোধিতায় লিপ্ত হওয়া সম্ভব হতো ?

وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله -

"তাদের এ সব ক্রোধ কেবল এ কারণে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহে তাদিগকে সচ্ছল ও ধনশালী করে দিয়েছেন।" (তওবা ঃ ৭৪)

ধন সম্পদের অধিকারী লোকেরা চরম গাফলতে নিমজ্জিত হয়ে থাকে এবং অর্থনৈতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তাই তাদেরকে ঘিরে রাখে, যার জন্য তারা সত্যোপলব্ধির ফুরসৎ পায়না—

الهكم التكاثر -

"তোমাদিগকে বেশী বেশী ও অপরের তুলনায় অধিক সুখ সম্পদলাভের চিন্তা চরম গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত করে রেখেছে।" (তাকাসুর ঃ ১)

এ সমস্ত অর্থগৃধ্নু সচ্ছল লোকেরা যুগ যুগ ধরেই তাদের ধনসম্পদ ও জনবলের অহংকারে ফেটে পড়েছে এবং নিজদেরকে সর্বপ্রকার বিচারের উর্ধ্বে মনে করেছে। আর এহেন আত্মম্ভরিতার কারণেই তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে—এটা তাদের সার্বজনীন চরিত্র, সদা সর্বদাই তাদের এ চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে। আল-কোরান নিজেই তাদের এ ধরণের চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করেছে --

وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا - وما نحن بمعذبين -

"তারা চিরকালই বলেছে ঃ আমরা তোমাদের অপেক্ষা অধিক সম্পদ ও সন্তানের অধিকারী, আর আমরা কিছুতেই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নই।"
(সাবা ঃ ৩৫)

অতএব এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জনবলের অহমিকায় সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ—মুস্তাকবিরীন গোষ্ঠী ইসলামী

www.pathagar.com

আন্দোলনের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা এবং স্বার্থ তাদেরকে সত্য বিরোধিতার ব্যাপারে অন্ধ করে তোলে। যার ফলে তারা ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী শিবিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

আন্দোলনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ

যখন কোথাও ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়—আন্দোলন এগিয়ে চলতে থাকে তখন আন্দোলনের মূল বিরোধী শক্তি-ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ (মালা) ও অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী (মুতরাফ) আন্দোলনের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলনের গতিরোধ করার জন্য ঐ সব গোষ্ঠীগুলো জনগণের মধ্যে আন্দোলন ও নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে আন্দোলন সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা ছড়িয়ে আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপানোর চেষ্টা করে। নানা ধরণের সন্দেহ সৃষ্টি, ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন, মিথ্যা প্রচার প্রপাগাণ্ডা মুস্তাকবিরীন গোষ্ঠীর চিরাচরিত স্বভাব। তারা নানা কায়দায় নানা ধরণের প্রচারণা চালাতে থাকে। আল-কুরআনুল করিম অধ্যয়ন করলে ঐ সব আন্দোলন বিরোধীদের উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়।

ইসলামী আন্দোলন বিরোধীরা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আন্দোলনের আসল বক্তব্যকে এড়িয়ে এর পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা চালায় এবং এগুলো ব্যাপক প্রচার করে জনগণের মধ্যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে থাকে, যাতে করে লোকেরা আন্দোলনের প্রতি মনোযোগী না হয় বরং প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি অবিচল থেকে যায়—

وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم -

ان هذا لشيء يراد -

www.pathagar.com

"তার জাতির সরদারগণ একথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল ঃ চল, নিজদের মাবুদদের উপর অবিচল থাকি। এ কথাটি অন্য কোন উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে।" (সাদ—৬)

এ ধরণের কৌশল প্রয়োগ যুগ যুগ ধরেই সত্য বিরোধীরা আন্দোলনের ব্যাপারে করে আসছে। তারা উত্থাপন করছে নানা অভিযোগ, সৃষ্টি করছে শোবা-সন্দেহ, প্রচার করছে ভিত্তিহীন কথা। যে সব অভিযোগ সাধারণ বিরোধী পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়, প্রচার করা হয়, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—

(১) ক্ষমতার লোভ ঃ আন্দোলন বিরোধীরা চিরকালই আন্দোলন কারীদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেছে যে, আন্দোলনের নামে তারা ক্ষমতায় যেতে চায়, নেতা হতে চায়, সমাজের উপর প্রাধান্য অর্জন করতে চায়, নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লাভ করতে চায়—

وتكون لكما الكبرياء في الارض - وما نحن لكما بمؤمنين -

("তারা বলল ঃ) ..... আর জমীনে তোমাদের দুজনের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নিতে পারি না।"

(ইউনুস—৭৮)

জনগণ যাতে সত্যপথ ও ন্যায়ের আন্দোলনের দিকে গুরুত্ব না দেয় এ জন্য তারা জনগণের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল করার চেষ্টা করে যে তওহীদ আখেরাত, নবুয়ত, ওহি, ভালো ভালো কথা এগুলো কিছু না, আসল ব্যাপার হচ্ছে—এগুলোর নাম করে আন্দোলনকারীরা জনগণের উপর প্রাধান্য অর্জন করতে চায়—

فقال الملؤا الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم - يريد ان يتفضل عليكم -

www.pathagar.com

…"তার (নূহ) জাতির নেতৃস্থানীয়রা বলল………… তার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, সে তোমাদের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে।" (মুমিনুন—২৪)

কাজেই দেখা যাচ্ছে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে 'ক্ষমতার লোভেই আন্দোলনের নাম ভাঙ্গানো হচ্ছে' এ ধরণের অভিযোগ শুধু আজকের যুগের নয় বরং অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ অভিযোগ চলে আসছে। যখনই যারা প্রচলিত সমাজ কাঠামো পরিবর্তন করে নতুনভাবে সমাজের পুনর্গঠন করার আন্দোলন শুরু করে, যখনই জালেম নেতৃত্বের হাত থেকে সমাজকে উদ্ধারের সংগ্রাম চালানো হয় তখনই জালেম, ফাসেক, ফাজের মুস্তাকবিরীন গোষ্ঠীর লোকেরা আন্দোলনকারীদের মধ্যে ক্ষমতার লোভ, নেতা হওয়ার ফন্দি আবিষ্কারের চেষ্টা চালাতে শুরু করে এবং এর মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করে নিজদের ক্ষমতার মসনদকে আরো সংহত করার চেষ্টা চালায়।

(২) অশান্তি সৃষ্টি ঃ আন্দোলনের বিরোধী পক্ষ থেকে আন্দোলনের বিরুদ্ধে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের, অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার জন্য তাদেরকে দায়ী করা হয়। দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্টকারী, নৈরাজ্যবাদী, সন্ত্রাসবাদী, আইনশৃঙ্খলা লংঘনকারী ইত্যাদি নানা ভাবেই আন্দোলনকারীদেরকে চিত্রিত করা হয়। আন্দোলনের তৎপরতাকে দেশের স্থিতিশীলতা, শান্তি শৃঙ্খলার প্রতি হুমকী মনে করে এ জাতীয় আন্দোলন ও তৎপরতাকে দমানোর চেষ্টা চালানো হয়—

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا

فِي الْأَرْضِ -

"ফেরাউনকে তার জাতির সর্দারগণ বলল ঃ তুমি কি মূসা ও তার লোকজনকে দেশে অশান্তি সৃষ্টির জন্য এমনিভাবে খোলা ছেড়ে দেবে?"

(আরাফ ঃ ১২৭)

www.pathagar.com

মূলতঃ ক্ষমতাসীন সুবিধাবাদী গোষ্ঠী চায় শোষণ-নিপীড়নমূলক প্রচলিত সমাজটিতে কোন প্রকার অস্থিরতা সৃষ্টি না হউক, তাদের জুলুম শোষণের বিরুদ্ধে কেউ কথা না বলুক। কেননা শোষণ-নিপীড়নের সমাজ ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা মানেই হচ্ছে শোষণ-নিপীড়নকে স্থায়ী করা। আর সমাজে কোন প্রকার অস্থিরতা আর আন্দোলন সৃষ্টি হওয়ার অর্থ হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থাটি ধ্বসে পড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়া—যা জালেম-মুস্তাকবিরীন গোষ্ঠী মেনে নিতে চায় না। এ জন্যই আন্দোলনকে তারা আইন শৃঙ্খলার পরিপন্থী, অশান্তি সৃষ্টিকারী আখ্যায়িত করে তার উপর দমননীতি চালানোর অজুহাত খাড়া করে থাকে যাতে করে সাধারণ মানুষ আন্দোলনকারীদের উপর কৃত অত্যাচার জুলুম নিষ্পেষণের ফলে আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে পড়ে। তাই প্রতি যুগেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে এ জাতীয় অভিযোগ খাড়া করা হয় এবং জনগণের মধ্যে এর ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। আজকের যুগেও এহেন প্রতারণামূলক কৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৩) ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতির অভিযোগ

আন্দোলনের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ খাড়া করা হয় যে আন্দোলনকারীরা জাতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী, তারা অতীত ইতিহাসকে—পিতৃপুরুষের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করছে। সমাজের হর্তাকর্তা জালেম শোষকগোষ্ঠী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এ জাতীয় অভিযোগ উত্থাপন করে জনগণকে ক্ষেপানোর চেষ্টা করে—

قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه ابائنا -

"তারা বলল ঃ তুমি কি এজন্য এসেছ যে আমাদিগকে সে পথ ও পন্থা হতে ফিরিয়ে নেবে যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি ?"

(ইউনুস ঃ ৭৮)

পিতৃ পুরুষের পথে চলার একটা আকর্ষণ সাধারণ মানুষের রয়েছে—তাই এ দোহাই দিয়ে জনগণকে সত্য-ন্যায়ের আন্দোলন থেকে ফিরিয়ে

www.pathagar.com

রাখার চেষ্টা করা হয় যাতে করে বাপ-দাদার নামে তাদের শোষণ নিপীড়নের সমাজটি টিকে থাকতে পারে।

(৪) ধ্বংস ও ক্ষতির আশংকা

সমাজের নেতারা আন্দোলনের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার চেষ্টা চালায়। তারা প্রচার করতে থাকে যে আন্দোলনের পথ গ্রহণ করলে সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিবে, অনেক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হবে, অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। বিশেষ করে সমাজের উপরতলার লোকদের জন্য এ আন্দোলন একটা অশুভ ইঙ্গিত, বিপদের সাংঘাতিক রেড সিগনাল—

قالوا اطيرنا بك وبمن معك

"তারা বলল ঃ আমরা তো তোমাকে এবং তোমার সাথীদিগকে অশুভ লক্ষণ স্বরূপ পেয়েছি।" (নাম্‌ল ঃ ৪৭)

ইসলামী আন্দোলন জোরদার হলে সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীদের জন্য এক চরম দুর্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই তারা নানা ছলে এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। তারা দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দুরাবস্থার জন্য আন্দোলনকে দায়ী করে প্রচারণা চালাতে থাকে। মূলতঃ কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিজদের শোষণের সোনালী দিন ঘনিয়ে আসার আশংকায় মরিয়া হয়ে উঠে এবং আন্দোলনকারীরাই যে তাদের দুর্ভাগ্যের কারণ এটা তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই নিজদের স্বার্থের দিকটা গোপন রেখে গোটা দেশের দুর্ভাগ্যের দোষটা আন্দোলনের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালায়—

قالوا ان تطيرنا بكم -

"তারা বলল ঃ আমরা তো তোমাদিগকে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করি।" (ইয়াসীন ঃ ১৮)

www.pathagar.com

তারা আরো যুক্তি দেয় যে আন্দোলনের ফলে দেশের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হলে, সরকার দুর্বল হয়ে পড়লে দেশের স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। দেশের ভিতরে আন্দোলন চললে দেশ ও জাতির শত্রুদেরই লাভ হবে। তাই দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত হতে বাঁচাতে হলে কোন ক্রমেই এ জাতীয় আন্দোলনের সুযোগ দেয়া চলবে না, তাদের পথে চলা যাবে না, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য ঃ

وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم
شعيبا انكم اذا لخاسرون -

"তাঁর জাতির নেতৃবৃন্দ যারা তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল পরস্পর বলল ঃ তোমরা যদি শুয়ায়েবের অনুসরণ কর তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।" (আরাফ ঃ ৯০)

(৫) আন্দোলনটি নির্বোধ ও ছোট লোকদের কাজ

আন্দোলনের বিরুদ্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হচ্ছে যে আন্দোলনটিকে সমাজের প্রভাবশালী তথাকথিত জ্ঞানী গুণীরা গ্রহণ করছে না। যারা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তারা তো এ আন্দোলনে এগিয়ে আসছে না। পক্ষান্তরে সমাজের নির্বোধ মূর্খ-হীন-নীচ প্রকৃতির লোকেরাই এ আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে ঃ

وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادى الراى -

"... আমরা আরো দেখছি যে আমাদের মধ্য থেকে যারা হীন, নীচ, নির্বোধ তারাই না বুঝে না জেনে তোমার পথ অবলম্বন করছে।" (হুদ ঃ ২৭)

কাজেই সমাজের প্রভাবশালী বিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পক্ষে কিভাবে সম্ভব ছোট লোকদের গ্রহণ করা আন্দোলনে শরীক হওয়া —

www.pathagar.com

قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون -

"তারা (নূহের জাতি) বলল ঃ আমরা কি তোমাকে মেনে নেব? অথচ নিকৃষ্টতম লোকেরাই তোমার আনুগত্য করছে?" (শুয়ারা ঃ ১১১)

আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের নিম্নতর সামাজিক রাজনৈতিক মর্যাদাকেও তারা আন্দোলনের দাওয়াত গ্রহণ না করার যুক্তি হিসেবে পেশ করে থাকে—

فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عبدون -

"(বলতে লাগল) আমরা কি আমাদের নিজদের মতই দু'ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনবো আর সে ব্যক্তিরাও হচ্ছে তারা যাদের জাতি আমাদের দাস?" (মুমিনুন ঃ ৪৭)

অর্থাৎ ঐ সমস্ত উপরতলার লোকেরা, জাতির ঘাড়ে জোর করে চেপে বসা অবৈধ নেতৃত্ব জনগণের মধ্য থেকে উত্থিত নেতৃত্বকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। তারা মনে করে যে কাউকে জাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে হলে তাদের মতোই প্রভুত্বকারী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। নীচের স্তরের লোকেরা জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক বক্তব্য নিয়ে আসবে আর ঐ সব বিশিষ্ট (?) লোকেরা তা মেনে নেবে এটা কখনও হতে পারে না!

আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের এবং এর সঙ্গে জড়িত লোকদের সামাজিক হীন অবস্থাকে তাদের দাওয়াত গ্রহণ না করার পক্ষে যুক্তি হিসেবে পেশ করে থাকে। তদুপরি কোন শারিরীক বা শৈল্পিক ত্রুটি বিচ্যুতিকে সত্য ন্যায়ের বক্তব্য গ্রহণ না করার অজুহাত হিসেবে খাড়া করে থাকে। ঐ সব লোকদের নিকট আন্দোলনের বক্তব্য ও আদর্শ যেন বড় কথা নয়—সামাজিক কোন শ্রেণীর লোক বলছেন এটাই বড় কথা। যারা আন্দোলনের দাওয়াত দিচ্ছেন তাদের ডিগ্রী কত, যোগ্যতা কেমন, তারা কত বড় বক্তৃতা দিতে পারেন এ সমস্ত বিষয়ই তাদের নিকট বিবেচ্য বিষয়। যদি কারো মধ্যে এগুলোর সামান্য কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় তখনই তারা এ সব অভাবকে ঠাট্টা বিদ্রুপের উপকরণে পরিণত করে এবং আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের চেয়ে তাদের মর্যাদা অধিক, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বেশী এ জাতীয় যুক্তি উত্থাপন করে থাকে—

www.pathagar.com

أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين -

"আমি কি ভালো মানুষ, না এ ব্যক্তি যে হীন ও লাঞ্ছিত, যে নিজের কথাও স্পষ্ট করে বলতে সক্ষম নয়।" (যুখরুফ ঃ ৫২)

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর দরবারেও সমাজের দাস ও গরীব শ্রেণীর লোকেরা ভীড় জমাতো বলে মক্কার কোরেশ নেতারা আপত্তি উত্থাপন করত এবং তাদের না আসার পক্ষে অজুহাত খাড়া করতো। মূল কথা, ঐ সমস্ত মুস্তাকবিরীন গোষ্ঠীর লোকেরা চিরদিনই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থান নিয়ে, কর্মীদের দৈন্যদশা, নিম্নতম সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি নিয়ে হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রুপ করেছে— আন্দোলনের গুরুত্বকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেছে; তাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ লোকদের আন্দোলনে শরীক হতে না পারার অজুহাত হিসেবে পেশ করেছে; আরো কত কি? আন্দোলন বিরোধীদের এমনি স্বভাব চিরদিনই ছিলো, আজো আছে।

এমনিভাবেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঐ সব 'মালা' ও 'মুতরাফ' মহল থেকে আরো নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হয়, জনগণের সামনে আন্দোলনের মর্যাদাকে খাটো করার চেষ্টা করা হয়, যাতে করে লোকেরা আন্দোলনের দাওয়াত গ্রহণ না করে বা আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। এ সব কৌশল প্রতারণা, প্রচারণা প্রতি যুগেই ছিল এবং আজকের যুগেও তা অব্যাহত রয়েছে।

www.pathagar.com

দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই প্রথম দাওয়াত কবুল করে

এতক্ষণ আলোচনায় এটাই স্পষ্ট হলো যে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম ও প্রধান বিরোধীতাকারী হচ্ছে সমাজের ক্ষমতাসীন ও ধনিক গোষ্ঠী। কারা তাহলে ইসলামী আন্দোলনের পথে প্রথম এগিয়ে আসে? যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এবং পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করলে এ প্রশ্নের জবাব অতি সহজেই পাওয়া যায়। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে নবী (আঃ) গণের আন্দোলনের বিরুদ্ধে একটা বড় আপত্তি ছিল যে এ আন্দোলনে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অংশ গ্রহণ করতো ঃ

وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادى الراى -

"আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যারা হীন-নীচ-নির্বোধ (আরাযিলুনা বাদিয়ার রায়) তারাই না বুঝে তোমার (অর্থাৎ নুহের) পথ অবলম্বন করেছে।" (হুদঃ ২৭)

قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون -

"তারা বলল আমরা কি তোমাকে মেনে নেব? অথচ নিকৃষ্টতম লোকেরাই তোমার আনুগত্য করছে?" (শুয়ারা-১১১)

উপরোক্ত দুটো আয়াত হযরত নুহ (আঃ) সম্পর্কিত, এ দুটো আয়াত প্রমাণ করে যে হযরত নুহ (আঃ) এর সঙ্গী সাথীগণ তদানীন্তন সমাজের হীন নীচ শ্রেণীর লোক ছিলেন। কেননা সমাজপতিদের এ অভিযোগের জবাবে হযরত নুহ (আঃ) এটা বলেননি যে ঃ না তোমাদের এ অভিযোগ সত্য নয়, তারা তোমাদের মতই সমাজের উপরতলার লোক বরং তিনি বলেছিলেন—

www.pathagar.com

قال وما علمى بما كانوا يعملون - ان حسابهم الا
على ربى لو تشعرون - وما انا بطارد المؤمنين - ان
انا الا نذير مبين -

"নূহ বলল ঃ আমি কি জানি তাদের আমল কি রকম ? তাদের হিসেব নেয়ার দায়িত্ব তো আমার রবের উপর রয়েছে। হায় তোমরা যদি বুঝতে ! আমার ইহা কাজ নয় যে যারা ঈমান আনবে তাদেরকে আমি বিতাড়িত করবো, আমি তো শুধু স্পষ্ট ভাষায় সাবধানকারী ব্যক্তি মাত্র।"

(শু'য়ারা ঃ ১১২-১১৫)

অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে লোকদের সামাজিক অবস্থান নীচ, হীন হলেও তারা ঈমান এনেছে। কাজেই তাদেরকে তিনি তাড়াতে পারেন না। কাজেই হযরত নূহ (আঃ) এর সঙ্গী সাথীগণ যে দুর্বল গরীব শ্রেণীর লোক ছিলেন তা খুবই স্পষ্ট।

হযরত মূসা (আঃ) যে জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তা ছিলো তদানীন্তন মিশরের দাস জাতি। এজাতিকে মিশরের অত্যন্ত হীন ও নীচ মনে করা হতো। তারা ছিলো দুর্বল ও নিগৃহীত, আল্লাহ এ দুর্বল শ্রেণীকে বাছাই করলেন আন্দোলনের জন্য, নেতৃত্বের জন্য ঃ

ونريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض
ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين -

"আর আমরা চেয়েছিলাম দুর্বল করে রাখা লোকদের (মুস্তাদআ'ফীন) প্রতি অনুগ্রহ দান করতে, তাদিগকে নেতা বানাতে ও উত্তরাধিকারী বানাতে।" ..... (কাসাস—৫)

www.pathagar.com

কাজেই পরিষ্কার যে হযরত মূসার সঙ্গী সাথীগণ তদানীন্তন সময়ে জাতিগতভাবে দুর্বল ও নীচ শ্রেণীর ছিলেন। মূসার (আঃ) জাতিরও যারা ধনশালী ছিল তারা তাদের দুর্বল ঘৃণিত জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের জাতির বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল—

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ

"কারুণ মূসার জাতিরই একব্যক্তি ছিলো। পরে সে নিজের জাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে গেল। আর আমরা তাকে এত বেশী ধন সম্পদ দিয়েছিলাম যে একদল শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষেও তার চাবিগুলি বহন করা কঠিন হতো।" (কাসাস ঃ ৭৬)

অতএব মূসার অনুসারীগণ যে দুর্বল ও গরীব শ্রেণীর ছিলেন তাও অত্যন্ত স্পষ্ট।

শেষ নবী (দঃ) এর বেলায়ও এ সার্বজনীন নীতির কোন পরিবর্তন হয় নি। ইসলামের প্রাথমিক কালে সাধারণভাবে মক্কার দাস, গরীব এবং নিগৃহীত শ্রেণীর লোকেরাই তাঁর দাওয়াত কবুল করেছে। দু'চারজন যারা সমাজের উপরতলা থেকে এসেছিলো তাদের সংখ্যা ছিল নেহায়েতই মুষ্টিমেয় এবং অনেকটা ব্যতিক্রম। সাধারণ অবস্থাটা ছিলো যে দুর্বল বিত্তহীন গরীব দুঃখীই রাসুল (দঃ) এর দাওয়াত কবুল করেছে। সমাজের অভিজাত ও আশরাফ লোকেরা তার দাওয়াতের মূল বিরোধীতাকারী ছিলো। রোম সম্রাট কায়সার এর দরবারে তদানীন্তন ইসলাম বিরোধী শিবিরের প্রধান নেতা আবু সুফিয়ানের বিবৃতি থেকেও এ সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে ঃ

" ... ... তিনি (রোম সম্রাট কায়সার) বল্লেন ঃ বিত্তবান ও প্রভাবশালী (আশরাফ লোকেরা) লোকেরা তাঁর (হযরত মুহাম্মদ) অনুসারী হচ্ছে না দুর্বল ও বিত্তহীন (যয়ীফ) লোকেরা? আমি (আবু সুফিয়ান) বল্লাম ঃ দুর্বল ও বিত্তহীন লোকেরা .... "

" ..... আমি (কায়সার) জানতে চেয়েছিলাম যে প্রভাবশালী ও বিত্তবান লোকেরা তার অনুসরণ করছে না দুর্বল ও বিত্তহীন লোকেরা ? তুমি বলেছ ঃ দুর্বল ও বিত্তহীন লোকেরাই তার অনুসরণ করছে। প্রকৃত পক্ষে এ ধরনের লোকেরাই রসুলদের অনুসারী হয়ে থাকে।"

(সহীহ আল বোখারীঃ কিতাবুল জিহাদ)

কাজেই দুর্বল ও বিত্তহীনরাই নবী রসুল (দঃ) দের সাথী হয়ে থাকেন এবং এটাই সাধারণ নিয়ম এ সত্যটি উপরোক্ত বক্তব্য থেকে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠে।

প্রাথমিক অবস্থায় যে মুসলমানগণ দুর্বল ও প্রতিপত্তিহীন থাকে— নিজদের অস্তিত্বের ব্যাপারে থাকে আশংকাগ্রস্ত এ সত্যের স্বীকৃতি মেলে পবিত্র কোরানেও ঃ

واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون فى الارض تخافون ان يتخطفكم الناس -

"স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমরা ছিলে খুবই অল্প সংখ্যক, তোমরা ছিলে দুর্বল প্রতিপত্তিহীন (মুস্তাদআফীন) তোমরা ভয় করছিলে যে, তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে না দেয়।" (আন্‌ফাল ঃ ২৬)

অতএব ইসলামী আন্দোলনে সমাজের গরীব দুঃখী দুর্বল ও প্রতিপত্তিহীন শ্রেণীর লোকেরাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অংশ নিয়ে থাকে। এটা ইসলামী আন্দোলনের একটি বিশেষ চরিত্র-গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইসলামী আন্দোলনে সমাজের উপরতলার লোকেরা খুবই কম শরীক হয়। পক্ষান্তরে তথাকথিত নীচতলার লোকেরাই বেশী আন্দোলনে এগিয়ে আসে। ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে এ সত্যটি অনুধাবন করতে হবে যে ইসলামী আন্দোলন "এলিট" শ্রেণীর আন্দোলন নয়, এতে এলিটদের সমর্থন পাওয়ার আশা অনেকটা দুরাশার শামিল। সমাজের নিপীড়িত শ্রেণীর সমর্থন আর সহযোগিতাই এ আন্দোলনের যথার্থতার প্রমাণ। যদি কোন ইসলামী আন্দোলনে মুস্তাদআ'ফীন তথা সমাজের নিগৃহীত, উৎপীড়িত, নির্যাতীত শ্রেণীর অংশগ্রহণ হয় অপ্রতুল তা হলে বুঝতে হবে আন্দোলন তার সঠিক

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য নিয়ে এ সমাজে উপস্থাপিত হতে পারেনি। সমাজের ধনিক ও এলিট শ্রেণীর সমর্থন ও সহযোগিতা আন্দোলনের শক্তির প্রমাণ নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনের সঠিক স্পিরিট বিনষ্ট হওয়ারই প্রমাণ। যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস এ কথাটিই প্রমাণ করছে। দুর্বল শ্রেণীর দ্বারাই আল্লাহ কালেকালে ইসলামী আন্দোলনের গতিকে ত্বরান্বিত করেছেন, দ্বীন বিজয়ী করে দিয়েছেন।

উপরের আলোচনা থেকে এটাও প্রমাণ হলো যে, সমাজের উপরতলার লোকদেরকে আকৃষ্ট করার কৌশল অবলম্বনের দরকার নেই, বরং নিম্নস্তরের লোকদের পিছনেই বেশী জোর দিতে হবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে উপরতলার লোকদের পিছনে কাজ করা হবে না বরং তাদেরকেও দাওয়াত দিতে হবে এবং তাদের কেউ দাওয়াত কবুল করলে আন্দোলন অনেকটা জোরদারও হতে পারে কিন্তু তাদের মন জয় করার প্রাণান্তকর চেষ্টা, আকৃষ্ট করার জন্যে হন্যে হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এটা ইসলামী আন্দোলন-সত্যের আন্দোলন, ন্যায়ের আন্দোলন, সবার জন্যে কল্যাণকর নসীহত—যাদের মধ্যে ন্যায়কে গ্রহণ করার, সত্যকে মেনে নেয়ার মানসিকতা থাকবে, আগ্রহ থাকবে তারাই এ আন্দোলনে যোগদিবে ঃ

ان هذه تذكرة - فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا -

"ইহা একটি নসীহত বিশেষ। এক্ষণে যার ইচ্ছে তার রবের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করতে পারে।" (দাহর ঃ ২৯)

অন্যত্র

كلا انها تذكرة - فمن شاء ذكره

"কক্ষণও নয়। ইহা একটি উপদেশ। যার ইচ্ছে গ্রহণ করবে।"
(আবাসা ঃ ১১-১২)

www.pathagar.com

দুর্বল মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণী প্রথম সাড়া দেয় কেন ?

এখানে এসে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দাড়ায় ঃ ইসলামী আন্দোলনে গরীব দুর্বল লোকেরা প্রথমে এগিয়ে আসে কেন ? সমাজের প্রভাবশালী গুরুত্বপূর্ণ তথাকথিত জ্ঞানী-গুণীরা যে আন্দোলন প্রত্যাখ্যান করেছে সে আন্দোলনে সাধারণ মানুষ—যারা সমাজে অবহেলিত, সমাজ যাদের গুরুত্ব দেয় না—তারা কেন এমন একটি আন্দোলনে অংশ নেয় ? বিভিন্ন সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক কারণেই সমাজের দুর্বল—মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীর লোকেরা ইসলামী আন্দোলনের প্রতি অধিকতর সাড়া দিয়ে থাকে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কারণগুলো অধিকতর গুরুত্বের দাবীদার ঃ

১) **সত্য গ্রহণে সামাজিক স্বার্থের বাধা নেই ঃ** সমাজের উপরতলার লোকেরা 'মালা' ও 'মুতরাফ' গোষ্ঠীর লোকেরা—অনেক সময় সত্য বুঝার পরও সামাজিক রাজনৈতিক—অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে সত্যকে মেনে নিতে পারে না। সত্যকে হয়ত তাদের মন মেনে নেয় কিন্তু সামাজিক প্রতিপত্তি সুযোগ সুবিধা হারানোর ভয়ে প্রকাশ্যে সত্য গ্রহণে বিরত থাকে বরং বিরোধিতা শুরু করে দেয়—

وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا۔

"তারা সরাসরি জুলুম ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এ নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলো অথচ তাদের অন্তর এ গুলোকে মেনে নিয়েছিল।"

(নামল ঃ ১৪)

কিন্তু সমাজের দুর্বল শ্রেণীর সামনে এমন কোন স্বার্থের বাধা নেই যে সত্য উপলব্ধির পরও নিছক স্বার্থের কারণে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। সত্য গ্রহণ করলে স্বার্থ বিনষ্ট হবে আবার সত্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকলে স্বার্থ রক্ষিত হবে এমন অবস্থা সাধারণ দুর্বল বিত্তহীন মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীর থাকে না। তাই একজন সাধারণ মানুষ—দুর্বল গরীব লোক সত্যকে

www.pathagar.com

অনুধাবনের সাথে সাথে কোন স্বার্থের পিছনটান ছাড়াই অতিসহজে সত্যের দিকে এগিয়ে আসতে পারে যা সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

২) সমাজকে টিকিয়ে রাখার কোন স্বার্থ ও আবেগ নেই ঃ বর্তমান সমাজ যেহেতু গরীব দুঃখী মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ করছে না, এ সমাজ টিকে থাকাতে একজন গরীব মুস্তাদআ'ফীনের কোন লাভ নিহিত নেই, তাই এ সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য, বাঁচিয়ে রাখার কোন গরজ অনুভব করে না। এ সমাজের অস্তিত্বের জন্য তার তেমন কোন আবেগ সক্রিয় থাকে না—যেমনভাবে সুবিধাভোগী শ্রেণীর থাকে। সুবিধাভোগী মুস্তাকবিরীন শ্রেণী তো প্রতিটি মুহূর্তেই আশংকিত থাকে যে এ সমাজ ভেঙ্গে গেলে তার সমুদয় স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা খতম হয়ে যাবে। তাই সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে এ সমাজকে যে করেই হোক টিকিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু সাধারণ নিপীড়িত, শোষিত, উৎপীড়িত জনতার এ সমাজ ব্যবস্থার জন্য কোন সত্যিকার দরদ বা আবেগ থাকে না—একে টিকিয়ে রাখার সংগে তার স্বার্থ, সুযোগসুবিধা, বেঁচে থাকা কোন কিছুই মূলতঃ জড়িত নয়। তাই ইসলামী আন্দোলন শুরু হলে তার বিরোধিতায় কোমর বেধে নামার প্রয়োজন অনুভব করে না। ফলে সত্যকে নিরপেক্ষভাবে বুঝার সুযোগও পটভূমি তৈরী হয়। ফলশ্রুতিতে সত্যোপলব্ধি তাদের জন্য সহজ হয়ে পড়ে।

৩) এ সমাজের পরিবর্তন তাদের মনস্তাত্ত্বিক দাবী ঃ সমাজের নিগৃহীত, বঞ্চিত, শোষিত মানুষ এ সমাজের প্রতি আস্থাহীন, আকর্ষণহীন। এ সমাজ ব্যবস্থার ভারে তারা জর্জরিত—এ সমাজ তাদের জন্য দুর্বিষহ—এক প্রাণান্তকর কঠিন বোঝা। তাদের অন্তর চায় এ দুর্বিষহ অবস্থা থেকে মুক্তি—সন্ধান করে বাঁচার পথ—মুক্তির পথ, খুঁজে বেড়ায় আশার আলো, কামনা করে সাহায্যকারী, বন্ধু—

ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها - واجعل لنا
من لدنك وليا - واجعل لنا من لدنك نصيرا -

www.pathagar.com

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ জনপদ হতে মুক্তি দাও যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী জালেম এবং তোমার নিজের তরফ হতে আমাদের কোন বন্ধু (ওলি) ও সাহায্যকারী (নাসির) পাঠিয়ে দাও।" (নিসা ঃ ৭৫)

এ আকুতি, এ কামনা মজলুম মুস্তাদআ'ফীন মানুষের অন্তরের দাবী। প্রতিটি মানুষ সচেতনভাবে হোক আর অবচেতনভাবে হোক জুলুমের অবস্থা থেকে, উৎপীড়ন নিপীড়ন থেকে মুক্তি কামনা করে থাকে। তাই যখনই অত্যাচারী জালেম সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের—সত্য-ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে কোন আন্দোলন জেগে উঠে—তখন স্বাভাবিক ও মনস্তাত্বিকভাবে সাধারণ মানুষের অন্তর এ আন্দোলনের প্রতি টান অনুভব করে এবং আন্দোলনকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

৪) তাদের হৃদয় অধিকতর সত্যোন্মুখ ঃ প্রতিটি মানব হৃদয় সত্য গ্রহণের উপযোগী। কিন্তু যারা অনবরত অত্যাচার অনাচারে, লিপ্ত থাকে, যারা সুযোগ সুবিধা পেতে পেতে এর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা পড়ে গেছে, যাদের মধ্যে অহংকার, আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয়ে গেছে তারা সত্যোপলব্ধি ও সত্য গ্রহণের স্বাভাবিক প্রবণতা ও বৃত্তিকে হারিয়ে বসেছে। কারণ হৃদয় তাদের রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে—

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ -

"তাদের মনে রোগ রয়েছে" (বাকারাহ ঃ ১০)

কিন্তু যারা দুর্বল গরীব সাধারণ মানুষ সাধারণতঃ তাদের হৃদয় এতটা কলুষিত হয় না, সামাজিক প্রভাবে তাদের হৃদয়ে রোগ জন্মলাভ করলেও উপরতলার লোকদের মতো এতটা প্রকট আকার ধারণ করে না। তাই তাদের পক্ষে সত্যের উপলব্ধি হয় অধিকতর সহজ, তাদের মধ্যে তুলনামূলক ভাবে বেশী স্বাভাবিকতা বিরাজ করে, স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি অনেকটা সক্রিয় থাকে, যে কারণে সত্য তুলে ধরলে তারা অতি সহজেই সত্যকে বুঝতে পারে, গ্রহণ করতে পারে। মুস্তাকবিরীন সম্প্রদায়ের মতো সত্যের প্রতি তাদের জাত বিদ্বেষ বা অনাগ্রহ নেই, তাই সত্য তাদের নিকট ধরা পড়া তুলনামূলকভাবে সহজ। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই ঐ শ্রেণীর লোকেরা অধিকতর সত্যপ্রিয়

www.pathagar.com

হয়—সত্য ন্যায় তাদের মনে বেশী দাগ কাটে যার ফলে তাদের পক্ষে এ জাতীয় কোন আন্দোলনে অংশ নেয়াটা অধিকতর সহজ হয়ে পড়ে।

(৫) আন্দোলনে মুস্তাদআ'ফীনদের দাবী ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়ঃ

জাহেলী ও অত্যাচারী সমাজে মুস্তাদআফীন শ্রেণীর মানুষেরা মর্যাদা নিয়ে বাঁচার সুযোগ পায়না এবং এ সমাজ তাদেরকে মানুষ হিসেবে বাঁচার আশার বাণীও শুনায় না। তদুপরি এ সমাজে তাদের ন্যায়সংগত দাবী দাওয়া, চাহিদা, পাওনা ও মর্যাদা পর্যন্ত স্বীকৃত নয়। অথচ প্রতিটি মানুষই প্রকৃতিগতভাবে চায় মানবীয় মর্যাদা, সুষ্ঠভাবে বাঁচার অধিকার। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলন যখন ন্যায়ের বক্তব্য নিয়ে, মানবীয় ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে মানুষের দুয়ারে আসে, তখন তারা এ আন্দোলনের মধ্যে তাদের অধিকারের স্বীকৃতি, মর্যাদা উদ্ধারের সম্ভাবনা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, দাবী আদায়ের সুযোগ সবকিছু দেখতে পায়। তাই তারা সহজে আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং নিজদেরই প্রয়োজনে—আপন মানবীয় স্বার্থে এ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। কেননা ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি বক্তব্য গরীব দুঃখী শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে, অত্যাচারী-অনাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, মজলুম মানবতার পক্ষে, জালেমদের বিপক্ষে। তাই ইসলামী আন্দোলন চরিত্রগতভাবে গরীব দুঃখী উৎপীড়িত নিপীড়িত মানবতার, এটা তাদের মুক্তির পথ—বাঁচার হাতিয়ার, উন্নতির সোপান, মর্যাদার উৎস। অতএব স্বাভাবিকভাবেই এ আন্দোলনে মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীর লোকেরা অধিক বেশী আকৃষ্ট হবে।*

---

* টীকা—এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে উপরোক্ত দিকগুলো ঐ শ্রেণীর ক্ষেত্রে সাধারণভাবেই প্রযোজ্য। বিশেষ ক্ষেত্রে বা ব্যক্তি বিশেষের আচরণ এর বিপরীতও হতে পারে। এখানে শুধু সাধারণ চরিত্র ও মনোবৃত্তিই আলোচিত হলো। ক্ষেত্র বিশেষে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে প্রচুর।

www.pathagar.com

সমাজ দু'শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে

একটি সমাজে যখন ইসলামী আন্দোলন শুরু হয় তখন সমাজের মালদার ও মুতরাফ শ্রেণীর লোকেরা তার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। আর দুর্বল গরীব নিপীড়িত শ্রেণীর লোকেরা এ আন্দোলনের সাহায্যে এগিয়ে আসে। পরিণতিতে গোটা সমাজ দু'টো দলে, দু'টো শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ইসলামী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সমাজে একটি আদর্শিক বিরোধ দেখা দেয়—সৃষ্টি হয় বিভক্তি। একদল ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে আর অন্যদল ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে। ইসলামের পক্ষের শিবিরে সাধারণভাবে গরীব, দুর্বল, অবহেলিত শ্রেণীর প্রাধান্য থাকে আর বিরোধী শিবিরে সমাজের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী, প্রচলিত সমাজের ধারক ও বাহক, সুবিধাভোগী শ্রেণী, ধনিক ও কায়েমী স্বার্থবাদের সর্বাধিক প্রাধান্য থাকে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হবে যে ইসলামী আন্দোলনের একদিকে রয়েছে মুস্তাদআফীন শ্রেণী আর অন্যদিকে রয়েছে মুস্তাকবিরীন শ্রেণী। এ দুটো শ্রেণী তখন শ্রেণীগতভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। এক দল প্রচলিত জালেম সমাজকে ঠেকানোর জন্য। আর অপর দল একে ভেঙ্গেচুরে গুড়িয়ে ফেলার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ সংগ্রামে সমাজের মুস্তাকবিরীন জালেম শ্রেণী বাতিলের প্রতিনিধিত্ব করে—মিথ্যার পক্ষাবলম্বন করে আর নির্যাতীত মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণী সত্যের ধারক ও বাহক হয়ে যায়। আন্দোলন যতই অগ্রগতি লাভ করে, যতই এগুতে থাকে ততই এ ধরণের মেরুকরণ তীক্ষ্ণ হতে থাকে। এক পক্ষ তাদের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য অপরপক্ষ নিজেদের অবৈধ সুযোগ সুবিধা ও ভূয়ামর্যাদা টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা চালায়। মূলতঃ আন্দোলনটি দু'টি বিবদমান গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে পরিণত হয়।

এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে নিরেট দুটো শ্রেণীর মধ্যেই শুধু দ্বন্দ্বটা সীমাবদ্ধ থাকে না, উভয়পক্ষেই উভয় শ্রেণীরও কিছু কিছু লোকের অংশ গ্রহণ ঘটে তবে শ্রেণীগত প্রাধান্যটা পূর্বোল্লিখিতভাবে থাকে।

www.pathagar.com

আরো একটি কথা অনুধাবন অত্যাবশ্যক যে ইসলামী আন্দোলনে একটি শ্রেণীর প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও বক্তব্য ও সেন্টিমেন্ট সব ক্ষেত্রেই আদর্শিক দিকটা সদা সর্বদা প্রাধান্য পায়—নিছক শ্রেণী বিদ্বেষ বা হিংসা নয়। এ ক্ষেত্রে শ্রেণী চেতনা প্রচ্ছন্ন থাকে এবং আদর্শবাদ ও নৈতিকতা দ্বারা তা পরিমার্জিত হয়। তাই এ দ্বন্দ্বকে মার্ক্সীয় শ্রেণী তত্ত্ব ও শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়।

ইসলামী আন্দোলন মুস্তাদআ'ফীনের পক্ষে

আমরা পূর্বেই বলেছি ইসলামী আন্দোলন মূলগতভাবে সত্য-ন্যায়ের আন্দোলন, সার্বজনীন আন্দোলন। কোন গোষ্ঠী শ্রেণী বা জাতির আন্দোলন নয়। এতদসত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে আন্দোলনে বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্য থাকে—এ আন্দোলন দ্বারা অবহেলিত শ্রেণীর ন্যায়সংগত স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। মজলুম মানবতা এ আন্দোলনে তার অধিকার খুঁজে পায়। ন্যায়ের দৃষ্টিকোন থেকেই (শ্রেণীর দৃষ্টিকোন থেকে নয়) এ আন্দোলন মজলুম মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীর মুক্তির সংগ্রাম করে—তাদের ন্যায়সংগত স্বার্থ (যা মুস্তাকবিরীন শ্রেণী কর্তৃক উপেক্ষিত হয়ে থাকে) আদায়ের কথা বলে। অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলন একটি আদর্শবাদী আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও কার্যত মজলুম মানুষের আন্দোলনে পরিণত হয় এবং আন্দোলনও মজলুম মুস্তাদ-আ'ফীন শ্রেণীর সপক্ষে—তাদের মুক্তির পক্ষে সংগ্রামকে অপরিহার্য মনে করে। আন্দোলন আদর্শ তথা আল্লাহর জন্যে ও মুস্তাদআফীনের জন্যে সংগ্রামকে একত্রিত করে ফেলে, একটা থেকে আর একটা বিচ্ছিন্ন না করে আল্লাহর জন্যে সত্যের সংগ্রামের অংশ হিসেবেই মজলুম মানবতার জন্য সংগ্রামকে বিবেচনা করে থাকে। তাই পবিত্র কোরআন মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীর যথার্থ মুক্তির জন্যে সংগ্রামকে আল্লাহর পথে সংগ্রাম হিসেবে বিবেচনা করেছে—

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من

www.pathagar.com

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها - واجعل لنا من لدنك وليا - واجعل لنا من لدنك نصيرا -

"তোমাদের কি হয়েছে যে আল্লাহর পথে ঐ সমস্ত মুস্তাদআ'ফীন পুরুষ নারী শিশুদের খাতিরে লড়াই করছনা যারা ফরিয়াদ করছে ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ জনপদ হতে মুক্তি দাও যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী এবং তোমার নিজের পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাঠিয়ে দাও।" (নিসা—৭৫)

কাজেই অত্যন্ত স্পষ্ট যে ইসলামী আন্দোলন দুর্বল, অবহেলিত, লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানবতার জন্যে—তাদের মুক্তিকল্পে লড়াই করাকে অত্যন্ত জরুরী মনে করে। তাই ইসলামী আন্দোলন আদর্শিক অর্থে যেমন ইসলামী আন্দোলন ঠিক তেমনি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অর্থে দুর্বল নিপীড়িত মানবতার সার্বিক মুক্তির আন্দোলন।

মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে

মুস্তাকবিরীন শ্রেণী প্রচলিত জাহেলী সমাজের ধারক ও বাহক। এ সমাজকে ভাঙ্গতে হলে এ শ্রেণীর উৎখাত প্রয়োজন। মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর তৎপরতা প্রতিরোধ না করলে তাদের ক্ষমতা ও আধিপত্যকে দমন না করলে সমাজের সাধারণ মানুষের কোন কল্যাণ নেই। এ শ্রেণীটি গোটা সমাজের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন ও সংশোধনমূলক কাজ তারা করতে নারাজ। এ ধ্বংসকারী বিপর্যয়মূলক সমাজকে টিকিয়ে রাখতে তারা বদ্ধপরিকর, যে কোন ধরনের প্রকৃত কল্যাণমুখী সংশোধনধর্মী কাজে তারা অনীহাপরায়ণ—

www.pathagar.com

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يُصْلِحُونَ -

"সেই শহরে (সামুদ জাতির) নয়জন দলপতি ছিলো যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো, কোন প্রকার সংশোধনমূলক কাজ করতো না।"

(নামল ঃ ৪৮ আয়াত)

অর্থাৎ ঐ সমস্ত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কাজই হচ্ছে দেশের ভিতর ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করা, ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালানো।

তাই ঐ শ্রেণীর আনুগত্য পরিহার করতে হবে, তাদের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, তাদের দাপটকে প্রতিরোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে ঐ শ্রেণীর লোকেরা যাবতীয় অনৈতিকতা ও চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত। তাদের কাছে সততা ও চরিত্রের কোন মূল্য নেই। মানুষের ক্ষতিই তাদের লক্ষ্য। টাউট, বাটপারি, প্রতারণায় তারা সিদ্ধহস্ত, বড় বড় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি দানের মাধ্যমে মানুষকে প্রলুব্ধ করতে পারদর্শী, যাবতীয় ভালো ও সৎকাজের তারা প্রতিবন্ধক। অন্যায় ও পাপাচার বিস্তারে তারা সদা তৎপর। তারা ভীষণ ধুরন্ধর, বদমাশ শ্রেণীর লোক। সচ্চরিত্রসম্পন্ন লোকজন তাদের সঙ্গে মোটেই পেরে উঠতে পারে না। আর তারা এসব কিছু এজন্যই করতে সাহস পায় যে, তাদের ঐশ্বর্য রয়েছে, রয়েছে সম্পদের প্রাচুর্য এবং জনবল। শক্তি, ক্ষমতা, জনবল ও পয়সার দাপটেই তারা মূলতঃ অহংকারী, চরিত্রহীন, বদমাশ হতে পেরেছে। তাই সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য, মানবতার মুক্তিকল্পে, সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ঐসব শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে। কোন ক্রমেই তাদের ভয়ে ভীত হয়ে তাদের হুকুম তামিল করা ও আনুগত্য করা যাবে না। কেননা প্রকৃত সত্যবিচারে তারা অত্যন্ত গুরুত্বহীন ঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ - مَّنَّاعٍ

www.pathagar.com

ولا تطع كل حلاف مهين - هماز مشاء بنميم - مناع للخير معتد اثيم - عتل بعد ذلك زنيم - ان كان ذا مال وبنين -

"তুমি এমন ব্যক্তির আনুগত্য অনুসরণ করোনা যে খুব বেশী ওয়াদা করে ও গুরুত্বহীন ব্যক্তি।"

"যে লোক গালাগাল করে, অভিশাপ দেয়, চোগলখোরী করে বেড়ায়।"

"ভালো কাজের প্রতিবন্ধক, জুলুম ও সীমালংঘনমূলক কাজে লিপ্ত।"

"বড়ই অসৎকর্মশীল, দুর্দম, চরিত্রহীন, এসবের সঙ্গে বদজাতও।"

"এ কারণে যে সে বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী।"

(কালাম ১০—১৪ আঃ)

এ মুস্তাকবিরীন শ্রেণীটি গোটা সমাজেরই ধ্বংসের কারণ। জাতির অধঃপতনের জন্য দায়ী। তাদের কর্মতৎপরতার ফলেই অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে ঃ

وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا -

"অথচ তাদের পূর্বে আমরা কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি যারা এদের চেয়েও অধিক সাজ সরঞ্জামের অধিকারী ছিলো এবং বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্যে তাদের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিলো।" (মরিয়ম—৭৪)

কাজেই অতীতে যেমন ঐ শ্রেণীর কর্মতৎপরতার ফলে জাতীয় বিপর্যয় ও ধ্বংস নেমে এসেছিল বর্তমানেও এ সমস্ত সচ্ছল ধনিক শ্রেণী, ক্ষমতাসীনদের সীমালংঘনমূলক অন্যায় তৎপরতার ফলে সমাজে দিনদিন ফেৎনা ফাসাদ, ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি, জুলুম, অনাচার ছড়িয়ে পড়ছে। আর মূলতঃ এ শ্রেণীর তৎপরতা সমস্ত ধ্বংসের মূল কারণ ঃ

www.pathagar.com

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا
فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا -

"আমি যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত করি তখন উহার সচ্ছল অবস্থার লোকদের (মুতরাফ) হুকুম দেই আর তারা সর্বপ্রকারের নাফরমানীর কাজ (ফিস্‌ক) শুরু করে, তখন আযাবের ফয়সালা এ জনপদের ভাগ্য হয়ে দাঁড়ায় আর আমি উহাকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেই।"

(বনিইসরাইল—১৬)

অতএব জাতিকে ধ্বংসের হাত হতে বাঁচাতে হলে ঐ মুস্তাকবিরীন সীমা-লংঘনকারী শ্রেণীকে অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, তাদেরকে উৎখাত করতে হবে। অন্যথায় সর্বগ্রাসী ধ্বংস বিপর্যয় নেমে আসবে, ফলে সর্বশ্রেণীর লোকেরাই এতে মহা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীর বিদ্রোহ অনিবার্য

সমাজে শাসন করছে মুস্তাকবিরীন শ্রেণী—শাসিত, শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণী। মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর কারণেই প্রধানতঃ জুলুম নিষ্পেষণ, ফেৎনা, ফাসাদ বিপর্যয় বিস্তার লাভ করছে। এখন যদি মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণী চুপ করে, নির্বিবাদে মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর অন্যায়কে মেনে নেয় তাহলে মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীকেও মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর সাথেই একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ ভুল পথে চলতে বাধ্য হয়, তাদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব মানুষকে সত্য গ্রহণে বাধা দেয়। সত্যপথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। ঐসব নেতারা সবসময়ই জনপদকে নানাভাবে গোমরাহী পথে চালানোর ব্যবস্থা করে থাকে। সত্যপথে নিজেরাও চলেনা জনগণকেও চলতে বাধা দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

واضل فرعون قومه وما هدى -

"ফেরাউন তার জনগণকে গোমরাহ করেছিলো, কোন সঠিক নির্ভুল পথ প্রদর্শন করেনি।" (ত্বহা—৭৯ আঃ)

শুধু ফেরাউন নয় দুনিয়ার সব ইসলামবিরোধী মুস্তাকবিরীন শাসকগোষ্ঠী এ কর্মই করে থাকে।

কিন্তু জনগণ যদি গোমরাহ শাসকদের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায় তাহলে শাসকদের সঙ্গে তাদেরকেও গোমরাহ হয়ে থাকতে হবে। আর এরই ফলশ্রুতিতে আখেরাতে একই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তখন শাসকগোষ্ঠী ও নেতারা গোমরাহ করেছে এ বলে চিৎকার করা যাবে না, দুর্বল ছিলাম শক্তি সামর্থ ছিল না এ কথা বলা যাবে না—

يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا
انتم لكنا مؤمنين -

"যাদেরকে দুনিয়ায় দাবিয়ে রাখা হয়েছিল তারা তারা বড় বনেছিল তাদেরকে বলবে ঃ তোমরা না হ'লে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম।" (সাবা—৩১)

কিন্তু এতেও বাঁচা যাবে না বরং তাদিগকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে। এমনি অবস্থায় তারা নিজদের গোমরাহ পথে চলার অজুহাত দেখাবে—

وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرائنا فاضلونا
السبيلا -

www.pathagar.com

"আরো বলবে। হে আমাদের রব! আমরা আমাদের সরদার ও নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করেছি। আর তারা আমাদেরকে হেদায়াতের পথ থেকে গোমরাহ করে রেখেছে।" (আহযাব—৬৭)

এতো কারণ পেশ করার পরও কিন্তু সেদিন কোন লাভ হবেনা। এমন কি আজকের সংগ্রামবিমুখ, সত্যবিমুখ মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণী যাদের কারণে ভুলপথে চলতে বাধ্য হয়েছে তারা কিন্তু পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হবে না। সেদিন—

قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين - قالوا
بل لم تكونوا مؤمنين - وما كان لنا عليكم من
سلطان - بل كنتم قوما طاغين - فحق علينا قول
ربنا - انا لذائقون - فاغويناكم - انا كنا غوين -
فانهم يومئذ في العذاب مشتركون - انا كذالك
نفعل بالمجرمين -

"(অনুসরণকারীরা নিজদের নেতাদেরকে) বলবে ঃ তোমরাতো সেদিন সোজামুখে এসেছিলে, (তারা বলবে) না, আসলে তোমরাই ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিলেনা ·· ·· আসলে আমরা তোমাদেরকে গুমরাহ করেছি আর আমরা ছিলাম পথভ্রান্ত" এভাবে তারা সকলে সেদিন আযাবে সমান শরীক হবে। অপরাধী লোকদের সাথে আমি এরূপ ব্যবহারই করে থাকি।

(সাফফাত ঃ ২৮-৩৪)

অতএব দেখা যাচ্ছে মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর কারণে দুনিয়াতে ও মুস্তাদ-আ'ফীন লোকেরা কখনও নিপীড়িত অবস্থায় পড়ে থাকে আবার আখেরাতে

www.pathagar.com

ও তা'দিগকে এদের অনুগত থাকার কারণে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তাই মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীর দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তির পথ হচ্ছে মুস্তাকবিরীন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, তাদের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা। কর্তাদেরকে অস্বীকার করা, তাদের যাবতীয় কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তা না হলে দুনিয়াও যাবে, আখেরাতও যাবে।

অতএব, হে মুস্তাদআ'ফীন সমাজ, উঠ, জাগো, সংগঠিত হও, সত্যকে আঁকড়ে ধর, বিদ্রোহ কর, জালেমদেরকে অস্বীকার করো, তাদেরকে হটিয়ে দাও—এটাই তোমাদের মুক্তির পথ, বাঁচার পথ দুনিয়া আখেরাত উভয় স্থানে। চুপটি করে থাকার সুযোগ নেই, নির্বিবাদে সহ্য করা আর তাদের বাধ্য করা পথে চলার নেই কোন অবকাশ। তাই বিদ্রোহ তোমার পথ, সংগ্রামই তোমার কর্মসূচী, জিহাদই তোমার কর্মপন্থা, শাহাদাত তোমার কাম্য। তওহীদ-ই তোমার মন্ত্র, খোদার রাজই তোমার শ্লোগান, এসো, মানুষের রাজ খতম করে আমরা খোদার রাজ কায়েম করি। সারা দুনিয়ার মজলুম জনতাকে মুক্তির পথ দেখাই, তাদের জাগিয়ে তুলি, বিদ্রোহের আওয়াজ দেই—এ আওয়াজে ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়ুক মুস্তাকবিরীন জালেমদের সুখের প্রাসাদ, মুক্তি লাভ করুক কোটি জনতা।

মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর দুর্গতি ও পরাজয়

মুস্তাকবিরীন শ্রেণী আপাতঃ দৃষ্টিতে শক্তিশালী প্রতীয়মান হয়। কারণ তাদের করায়ত্ত থাকে যাবতীয় বৈষয়িক উপায়-উপাদান, অর্থনৈতিক প্রাচুর্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা, ভাড়াটে সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী ও গুণ্ডা বদমায়েশ সবকিছু। তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সমাজের মজলুম শ্রেণীর টিকে থাকা অতীব কঠিন ও দুরূহ মনে হয়। এত শক্তিশালী শ্রেণীকে পরাভূত করা কখনও কখনও মনে হয় অবিশ্বাস্য। কিন্তু ইতিহাস বলছে, আলকোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে মুস্তাকবিরীন শ্রেণীরই দুর্গতি ও পরাজয় ঘটবে। কেননা যারা আল্লাহর অপছন্দনীয় তাদের শেষ পরিণাম কখনও কল্যাণকর হতে পারেনা। আর প্রকৃতপক্ষে মুস্তাকবিরীন শ্রেণীকে আল্লাহ আদৌও পছন্দ করেন না।

www.pathagar.com

انه لا يحب المستكبرين -

"সেই লোকদের তিনি আদৌ পছন্দ করেন না যারা মুস্তাকবিরীন"
(নাহল ঃ ২৩)

তাদের জন্য রয়েছে দুঃখজনক পরিণাম—এক করুণ পরিণতি ঃ

فلبئس - مثوى المتكبرين -

"বড়ই খারাপ পরিণতি রয়েছে ঐ সমস্ত অহংকারী মুতাকাব্বিরীন শ্রেণীর জন্য" (নাহল ঃ ২৯)

ঐ সমস্ত ধনশালী সচ্ছল শ্রেণীর লোকেরা যতই গর্ব অহংকারে স্ফীত হোক, যতই তারা সত্যকে অস্বীকার করুক, গরীব-দুঃখী মানুষকে বঞ্চিত করে যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করুক, আল্লাহ নিজেই তাদের সঙ্গে বুঝাপড়া করবেন ঃ

وذرنى والمكذبين اولى النعمة ومهلهم قليلا -

"ঐ সব অমান্যকারী সচ্ছল অবস্থার লোকদের সঙ্গে বুঝাপড়া করার কাজটি আমার উপর ছেড়ে দাও"... .. (মুজ্জাম্মিল ঃ ১১ আয়াত)

যে সমস্ত লোকেরা বিপুল ধন-সম্পদ পেয়ে অহংকারী হয়ে পড়েছে, যাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা, জনবল তাদেরকে অন্ধকারে ফেলেছে, যারা নেতৃত্ব আর কর্তৃত্ব পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। এতকিছু পাওয়ার পরও যাদের লালসার আগুন নির্বাপিত হচ্ছেনা। ফলে মানুষকে শোষণ ও নির্যাতন করে আরো বেশী পাওয়ার অবৈধ চেষ্টায় লিপ্ত। যাদের চাহিদা আর লালসার আগুনে পুড়ে কোটি জনতার দুঃখ-দুর্দশার সীমা নেই তাদের জীবন এমনিভাবে যাবেনা। তাদের ফয়সালা আল্লাহ নিজেই করবেন, তাদের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

ذرنى ومن خلقت وحيدا - وجعلت له مالا ممدودا - وبنين

شهودا - ومهدت له تمهيدا - ثم يطمع ان ازيدا -

"আমাকে ছেড়ে দাও, আর সে ব্যক্তিকে যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি। বিপুল পরিমাণ ধন সম্পদ, তার সঙ্গে সদা উপস্থিত থাকা বহু পুত্র দিয়েছি, আর তার জন্য নেতৃত্বও কর্তৃত্বের পথ সুগম করে দিয়েছি, তা সত্ত্বেও সে লালসা পোষণ করে এজন্য যে, আমি তাকে আরো দেব।"

(আল-মুদ্দাস্‌সির ঃ ১১-১৫)

তাই এ সমস্ত বড়লোকদের, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর, বুর্জুয়া শ্রেণীর দাপট দেখে মুস্তাদাফীন কর্মীদের প্রতারিত হওয়া উচিত নয়, তাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য তাদের জন্য অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ ডেকে আনতে পারেনা, এ সম্পদ আর জনবল শক্তি সামর্থ্য, তাদের ধ্বংসের আর আযাবেরই পথ সুগম করবে।

فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم - انما يريد

الله ان يعذبهم بها فى الحياة الدنيا -

"তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সংখ্যা (বিপুলতা) দেখে ধোঁকায় পড়োনা, আল্লাহ এসব জিনিসের সাহায্যে তাদিগকে দুনিয়ার জীবনে আযাবে নিমজ্জিত করতে চান।" (তওবা—৫৫)

অতীতেও সম্পদ পেয়ে যারা অহংকারী হয়ে পড়েছিলো, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করতে শুরু করেছিলো তাদের ভাগ্যে পরিণতিতে নেমে এসেছিল ধ্বংস আর কঠিন শাস্তি ঃ

وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها -

"এমন কত জনবসতিই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি যে সবের অধিবাসীরা নিজদের জীবিকার দরুণ অহংকারী হয়ে গিয়েছিলো।"

(কাসাস—৫৮)

www.pathagar.com

এটা ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে মুস্তাকবিরীন শ্রেণী যতই নিজদের শক্তিশালী, ক্ষমতাবান আর মর্যাদাসম্পন্ন মনে করুক তাদেরকে শেষ পরিণতিতে ধ্বংসের আবর্তে তলিয়ে যেতেই হবে ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ - الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ -

"নিশ্চিত ধ্বংস এমন ব্যক্তির জন্য যে (সামনাসামনি) লোকদের গালাগাল ও (পিছনে) দোষ প্রচারে অভ্যস্ত। যে ধন-মাল সঞ্চয় করেছে ও গুণে গুণে রেখেছে। সে মনে করে যে ধনমাল চিরকাল তার নিকট থাকবে।"
(হুমাযা ১—৩)

অতএব, অত্যন্ত স্পষ্ট যে পরাজয় তাদের জন্য অবধারিত। তবে শর্ত হচ্ছে মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীকে তওহীদের ভিত্তিতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীর বিজয় অবশ্যম্ভাবী

মুস্তাকবিরীন—মুস্তাদআ'ফীন দ্বন্দ্বে কারা বিজয়লাভ করবে? আলকোরানুল করিম অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণী যদি ইসলামী আদর্শের পতাকাতলে সমবেত হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে, সত্যের সপক্ষে প্রাণান্তকর সংগ্রাম চালিয়ে যায়, ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়, আল্লাহর সন্তোষকে জীবনের মূল লক্ষ্যে পরিণত করে তাহ'লে পরিণামে বিজয়ের সোনালী সূর্য তাদের ভাগ্যাকাশে উদিত হবে। একদিন যারা ছিলো দুর্বল, নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত তাদের প্রতি নেমে আসবে আল্লাহর অনুগ্রহ, জমীনের নেতৃত্বে তারা হবে অভিষিক্ত, ক্ষমতার হবে পালাবদল। একদিন যারা ছিলো গর্বিত, উদ্ধত সবময় ক্ষমতার ধারক তাদের ভাগ্যে নেমে আসে বিপর্যয়, দেখতে দেখতে কালের চাকা ঘুরে যায়, এক সময়ের নীচ-হীন বলে বিবেচিত লোকেরাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয়ে পড়ে। সাবিক ক্ষমতা তাদের হাতে এসে যায়। বস্তুতঃ

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন দুর্বল, নির্যাতিত, অবহেলিত শ্রেণীর দ্বারাই উদ্ধত, অহংকারী, গর্বিত শ্রেণীকে পদানত করতে চান ঃ

ونريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض
ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين - ونمكن
لهم فى الارض ونرى فرعون وهامن وجنودهما منهم
ماكانوا يحذرون -

"আমি চেয়েছিলাম দুর্বল করে রাখা লোকদের প্রতি অনুগ্রহ দান করতে, তাদিগকে নেতা বানাতে ও উত্তরাধিকারী বানাতে,

পৃথিবীতে তাদিগকে ক্ষমতাসীন করতে এবং তাদের দ্বারা ফেরাউন হামান ও তাদের সৈন্যসামন্তকে সেসব কিছু দেখাতে চেয়েছিলাম যাকে তারা ভয় করতো।" (কাসাস ঃ ৫—৬)

শেষ পর্যন্ত আল্লাহর অনুগ্রহ মুস্তাদআ'ফীন দুর্বল, নির্যাতিত জনতার উপর নেমে আসে, বিজয়ের রাজটিকা তাদের ভাগ্যের লিখন হয়ে যায়। ক্ষমতার বাস্তব পরিবর্তন ঘটে যায়, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর পতন নেমে আসে, গরীব দুঃখীদের জন্য আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়ে যায়; সমৃদ্ধি তাদের জীবনকে কানায় কানায় ভরে তুলে ঃ

واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض
ومغاربها التى باركنا فيها -

"আর তাদের স্থলে আমি দুর্বল বানিয়ে রাখা (মুস্তাদআ'ফীন) লোক-দিগকে সেই অঞ্চলের পূর্ব পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম, যাকে আমি বরকতে কানায় কানায় ভরে দিয়েছিলাম।" (আরাফ ঃ ১৩৭)

www.pathagar.com

কাজেই আমাদের নিকট স্পষ্ট যে, মুস্তাকবিরীন—মুস্তাদআ'ফীন সংঘাতে শেষ পরিণতি মুস্তাদাফ শ্রেণীর পক্ষে। এ সংগ্রামে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত। আজ হোক, কাল হোক, সংগ্রাম অব্যাহত রাখলে, সত্য-ন্যায়ের পথে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে গেলে মুস্তাকবিরীন গোষ্ঠী যতই শক্তিধর হোক না কেন তাদের পতন হতে বাধ্য। আর মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীর, দুর্বল শ্রেণীর ভাগ্যে অমানিশার কালো আঁধার কেটে গিয়ে বিজয়ের সোনালী প্রভাতের আগমন সুনিশ্চিত—এতে দ্বিধার কিছু নেই, নেই সন্দেহের অবকাশ। আজ আমরা দুনিয়ার সত্যপন্থী মুস্তাদাফ শ্রেণী সেই সোনালী দিনেরই অপেক্ষা করছি যেদিন জালেম, অত্যাচারী, অনাচারী গোষ্ঠীর তখতে তাউস, তাদের সিংহাসন ধ্বসে যাবে, মৃত্যুর হিমশীতল হস্ত যাদের উদ্ধত জীবনের যবনিকা টেনে দেবে। পৃথিবী তার সব সম্পদ আর কল্যাণের ডালি সাজিয়ে বরণ করে নেবে দুনিয়ার কোটি কোটি নিপীড়িত বনি আদমকে—যেথায় নেমে আসবে আবার রহমত আর বরকতের সুমিষ্ট ফল্গুধারা, প্রতিষ্ঠিত হবে শ্রেণী প্রাধান্যমুক্ত এক সমৃদ্ধ ইসলামী সমাজ—মানবীয় প্রভুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে গোটা মানবতা—এক আল্লাহ ছাড়া খতম হয়ে যাবে সব মানবীয় কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব—সব এক আদমের সন্তান হিসেবে বাঁচবে সম-মর্যাদার ভিত্তিতে—বেহেশ্‌তের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠবে ধূলির ধরা, প্রতিষ্ঠিত হবে এক অনুপম নিরাপত্তা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করার থাকবেনা কোন প্রয়োজন—উদ্বেগ, ভয়-আতংকের ঘটবে পরিসমাপ্তি—দারিদ্র, ক্ষুধার জ্বালার ঘটবে অবসান—নির্মিত হবে মুক্তির সোনালী রাজপথ।

মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীই আন্দোলনের মূল শক্তি

উপরের সামগ্রিক আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে সমাজের নিগৃহীত-অবহেলিত জনগণই ইসলামী আন্দোলনের মূল শক্তি, তারাই আন্দোলনের স্বাভাবিক সহযোগী, এরাই আন্দোলনে এগিয়ে আসে সর্বপ্রথমে, ত্যাগ ও কোরবানীর পরাকাষ্ঠা এ শ্রেণীই দেখায় বেশী, এদের পিছনটান অনেক কম, জীবনের স্বাভাবিক পাওয়া থেকেও বঞ্চিত বিধায় জীবনের মোহ এদের অল্প, তাই জীবনকে অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারে এরাই

www.pathagar.com

বেশী। আবার এ শ্রেণী স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে সংগ্রামী ও জঙ্গী প্রকৃতির। তথাকথিত পরিশীলিত ও মার্জিত মেরুদন্ডহীন জীবনের সঙ্গে এরা এতটা পরিচিত নয় তাই এরা আপোষহীন। এদের জীবনে তথাকথিত শান্তিময় নিরুদ্বেগ পরিস্থিতি অত্যন্ত কম। তাই এরা জেগে উঠলে অকাতরে সব বিলিয়ে দিতে পারে, সংগ্রাম করতে পারে অব্যাহতভাবে। জীবন ও বাস্তবে এদের আছেই বা কি আর তার জন্য মায়াই বা কতটুকু? তাই ইসলামী আন্দোলনের জন্য যে পরিমাণ ত্যাগ ও কোরবানী প্রয়োজন, যে পরিমাণ কঠোর শ্রমের দরকার, যতটুকু বন্ধনমুক্ত হওয়া আবশ্যক সমাজের উপরতলার লোকদের পক্ষে তা অত্যন্ত কঠিন, এটা শুধু পারে চিরবঞ্চিত—অবহেলিত মুস্তাদআ'ফীন সমাজ। তবে এর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, তাদের হৃদয়ে বিশ্বাসের শক্তি সৃষ্টি করা, তাদেরকে আত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ করা, নব জীবনের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর করা, প্রচন্ড মনোবল সৃষ্টি করা। আর যদি তা করা সম্ভব হয় তাহলে ঐ শ্রেণীর এক জাগরণ ঘটবে—ঘটবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ যার দাবদাহে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে মুস্তাকবিরীন সমাজ—জালেম সমাজ ব্যবস্থা।

আন্দোলনকে এ সত্য সামনে রেখেই কর্মসূচী ও কর্মকৌশল তৈরী করতে হবে। বঞ্চিত গরীব দুঃখীদের নিকট পৌঁছে যেতে হবে অতি দ্রুত। এলিট শ্রেণীর পিছনে কম গুরুত্ব দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। তাদেরকে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, আন্দোলনের যারা স্বাভাবিক পথযাত্রী তাদেরকে সঙ্গে না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন কোন ক্রমেই গতিশীল হতে পারেনা, জোরদার হতে পারেনা। যাদের জন্য আন্দোলন নিবেদিত, সমাজের সেই বৃহত্তর অবহেলিত জনগোষ্ঠীই যদি এর প্রভাব বলয়ে না এলো, এরাই যদি জেগে না উঠলো তাহলে কাদের মাধ্যমে আন্দোলন খুন ঝরা পথ পাড়ি দেবে? সুবিধাবাদের মোকাবিলায় সব বিলিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাবে?

তাই সমাজের কৃষক, শ্রমিক, তাঁতী, মজুর, রিকশাওয়ালা, খেটে খাওয়া মানুষ তাদেরকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। শহরকেন্দ্রিকতা পরিহার করে বাংলাদেশের হাজার হাজার পল্লী এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে হবে, সংগ্রহ করতে

www.pathagar.com

আন্দোলনের কর্মী-মুজাহিদ-সৈনিক, তাদের নিয়ে আক্রমণ চালাতে হবে জাহেলিয়াতের দুর্গে, নাস্তানাবুদ করে দিতে সমস্ত মিথ্যার শৃঙ্খল। আজকের আন্দোলন এটাই দাবী করছে।

কাজেই আমাদের বড় কাজ হচ্ছে অবহেলিত, মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করা। তবে এ ঐক্য শ্রেণীভিত্তিক নয়। আদর্শিক চেতনাই হবে এ শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করার মূল ভিত্তি। শ্রেণী সংগ্রাম নয়—আদর্শিক আর ন্যায়ের সংগ্রামই সঠিকতত্ত্ব। আর এ সংগ্রামে অংশ নেবে সমাজের অবহেলিত শ্রেণীই বেশীর ভাগ।

শ্রেণী সংগ্রামের ধুঁয়া তুলে শ্রেণী শোষণ আর নিপীড়নের পথ করে দেয়া নয় বরং শ্রেণী প্রাধান্যমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। শ্রেণী সংগ্রামের ফল কোন না কোন শ্রেণীর প্রাধান্য। আর শ্রেণীপ্রাধান্য ন্যায়ের সীমালংঘন করতে বাধ্য। তাছাড়া শক্তিশালী শ্রেণীই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জন করতে থাকে—কাজেই শ্রেণীর প্রাধান্যই মুক্ত করতে হবে। তাহলে প্রাধান্যকারী জালেম মুস্তাকবিরীন শ্রেণীর মজবুত অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। জনগণ যাতে তাদের স্বাভাবিক অধিকার পেতে পারে আর প্রয়োগ করতে পারে, কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী যাতে এর পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় এ নিশ্চয়তাই প্রয়োজন সর্বাধিক। কোন পার্টিভিত্তিক একনায়কত্ব এর গ্যারান্টি দিতে ব্যর্থ। তাই মুস্তাদআ'ফীন শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে সত্য-ন্যায়ের ভিত্তিতে, মানবিকতার ভিত্তিতে। তাহলে জবরদস্তিবিহীন একটি সুস্থ সমাজ গঠন হবে সম্ভব।

সমাজে বিরাজিত যে স্বাভাবিক শ্রেণী সংঘাত তাকে আদর্শিকভাবে কাজে লাগাতে হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক সুষ্ঠু সমাজ গঠনের জন্য। শ্রেণী বিদ্বেষ আর স্বার্থপরতার আগুন জ্বালিয়ে কোন শ্রেণীমুক্ত বা শ্রেণী প্রাধান্যমুক্ত বা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় বরং কোন না কোন ডিক্টেটরী শাসন ও শৃঙ্খলিত সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আমরা চাই বিপুল জনতার মুক্তি, স্বাধীনতা, সাম্য, অধিকার এবং প্রগতি। চাই ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক বিকাশ। এগুলোর জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে অবহেলিত শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধকরা এবং এক প্রচণ্ড গণ সংগ্রামের সূচনা করা।

www.pathagar.com

অতএব, হে মুস্তাদআ'ফীন সমাজ ঃ তোমরা জেগে ওঠ—আল্লাহ্ তোমাদের পক্ষে, তোমরা ন্যায়ের সাধক, পৃথিবীটা তোমাদের, ঐ জালেম শোষকদের নয়, তোমরাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী—তোমরাই সত্যের সৈনিক, তোমরা যাবতীয় মিথ্যা, অন্যায়, অসত্য, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতনের কালো রাতের আঁধার কেটে ছিনিয়ে আনবে মুক্তির সূর্য। কায়েম করবে খোদার রাজ, খতম করবে মানুষের শাসন। মুক্ত হবে পৃথিবী, সুখে হাসবে মানুষ। আর শান্তিতে ভরে উঠবে এ মলিন ধরা। এ দায়িত্ব তোমাদের। আর এ দায়িত্ব পালন করতে হলে প্রয়োজন তওহীদের মন্ত্র, মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ, সত্যের সুগভীর চেতনা, নৈতিকতার সীমারেখা, আত্মস্বার্থ বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা, শাহাদাতের স্বপ্ন। তোমরাই এটা পারো। যুগে যুগে তোমরাই সমস্ত জালেমের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে নবীদের (আঃ) সাহায্য করে যেতে। আজও তোমরাই পারবে এ কঠিন পথে চলতে। কঠোরতা দিয়েই তোমাদের জীবন গড়া—তাই এ কঠোর পথে চলার সাহস তোমাদেরই আছে।

অতএব তোমরা জেগে ওঠ, সংঘবদ্ধ হও, বিদ্রোহ কর, মুক্ত কর পৃথিবীকে, কায়েম কর তওহীদভিত্তিক শ্রেণী প্রাধান্য মুক্ত ইনসাফপূর্ণ সমৃদ্ধ সমাজ—এটাই আজকের ইতিহাসের দাবী। তোমাদের ত্যাগের মহিমায় নতুন করে সত্যে পরিণত হোক মহান আল্লাহর ঘোষণা—

ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض

ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين - ونمكن لهم في الارض...

"আমি চেয়েছিলাম দুর্বল করে রাখা লোকদেরকে অনুগ্রহ দান করতে, তাদিগকে নেতা বানাতে ও উত্তরাধিকারী বানাতে, পৃথিবীতে তাদিগকে ক্ষমতাসীন করতে.....। (কাসাস ৫—৬)

সমাপ্ত

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

বর্তমান পুস্তকটির সামগ্রিক আলোচনা গভীরভাবে অনুধাবন করলে কোন প্রকার ভুল ধারণা সৃষ্টির অবকাশ না থাকলেও অগভীর অধ্যয়ন-জনিত কারণে "ইসলাম প্রচ্ছন্নভাবে হলেও শ্রেণী সংগ্রামের সমর্থক"—এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে! এ ভ্রান্তি নিরসনকল্পে এখানে সমাজ সংশ্লিষ্ট আরো কিছু দিকের উপর আলোকপাত করা হবে। (অবশ্য সমাজতত্ত্ব বিষয়ক আল-কোরানের বিস্তারিত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার জন্য একটা স্বতন্ত্র পুস্তক রচনার প্রয়োজন—একটি পুস্তকের পরিশিষ্ট এজন্য মোটেই যথেষ্ট নয়।)

আদিতে মানবজাতি একই আদর্শানুসারী সমাজভুক্ত ছিলো ঃ

হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ) কে নিয়ে মানবজাতির আদিমতম পরিবার গঠিত হয় এবং তাদেরই সন্তান সন্ততি নিয়ে গড়ে উঠে আদিমতম মানব সমাজ। সে সমাজটি ছিলো সরল সহজ, ন্যায়ানুগ ও একই আদর্শের অনুসারী। ধর্মীয় ও পার্থিব সবদিক দিয়েই তারা ছিলো ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। তওহীদ ছিলো আদর্শচেতনার মর্মমূলে আর তওহীদভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব আর সাম্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলো সেই আদিমতম সমাজটি। আদিমতম সমাজের অবস্থা প্রসঙ্গে আল-কোরানের বক্তব্য ঃ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً -

"মানবজাতি একই উম্মাতভুক্ত ছিলো।" (বাকারা ঃ ২১৩)

আয়াতাংশে ব্যবহৃত উম্মাহ (الأمة) শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে এমন একটি জনসমষ্টি যাদের রয়েছে একটি একক লক্ষ্য, আশা-আকাঙ্খা, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারা, রয়েছে সমব্যবস্থাপনা। অতএব, আলকোরানুল করিম আমাদেরকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছে যে মানবজাতি গোড়াতে একই

www.pathagar.com

সমাজভুক্ত ছিলো—ধর্মীয় বা পার্থিব দিক থেকে তাদের মধ্যে কোন মতভেদ বা ব্যবধান ছিলো না। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা ছিলো সে সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানবসমাজ একই অবস্থায় থাকতে পারেনি। দেখা দেয় নানা পার্থক্য, মতভেদ ও বিভক্তি। কিন্তু কেন ?

বিভক্তি ও পার্থক্যের কারণ

একটি সাধারণ উৎস থেকে মানবসমাজের যাত্রা শুরু হলেও নানা প্রাকৃতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, বংশগত ইত্যাদি কারণে সমাজটি একইরূপ ও সমজাতীয় অবস্থায় থাকতে পারেনি। কালক্রমে মানবজাতি হয়ে পড়েছে নানাভাবে বিভক্ত, সমাজে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে মতপার্থক্য। সমাজ পর্যবেক্ষণ ও আল-কোরান অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে প্রধানতঃ সাতটি কারণে মানবসমাজে বিভিন্ন গোত্র জাতি-শ্রেণী দল উপদলের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ

(১) বংশগত কারণ
(২) ভৌগলিক কারণ
(৩) ভাষাগত কারণ
(৪) রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক অবস্থানগত কারণ
(৫) পেশাগত কারণ
(৬) অর্থনৈতিক ও বস্তুগত উপায় উপকরণগত কারণ
(৭) আদর্শিক ও ধর্মীয় কারণ।

উপরোক্ত সাতটি কারণের মধ্যে প্রথম তিনটি কারণেই বিভিন্ন বর্ণ, গোত্র, আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতি সৃষ্টি হয়েছে, ফলে বিভক্ত হয়েছে মানবজাতি। কিন্তু এ বিভক্তি প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক, মানবজাতির পারস্পরিক পরিচিতির জন্য এগুলো সহায়ক। তাই স্বাভাবিকতার সীমা পর্যন্ত এ বিভক্তি প্রয়োজন ও কল্যাণকর। কিন্তু স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়ে যদি এসব বিভক্তিকে শ্রেষ্ঠত্বের ও মর্যাদার মানদণ্ড বানানো হয়, সৃষ্টি

www.pathagar.com

করা হয় বর্ণবাদী, গোত্রবাদী, আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার সংকীর্ণ গোড়ামী ও বিদ্বেষ, তাহলে এ হবে সীমালংঘন ও ইবলিসী তৎপরতা মাত্র—যা মানবজাতির জন্যে ডেকে আনবে এক ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি, পারস্পরিক বিবাদমান শিবিরে বিভক্ত হবে মানুষ। বংশ ও ভৌগলিক কারণে বিভক্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছেন ঃ

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا

وقبائل لتعارفوا ـ ان اكرمكم عند الله اتقكم ـ

"হে মানবজাতি। আমিই তোমাদিগকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যেন পরস্পরকে চিনতে পারো। বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক সম্মানী, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করে।" (৪৯ ঃ ১৩)

কাজেই স্বাভাবিক গোত্র-বর্ণ ও জাতিগত পরিচয় এড়ানো অন্যায় বরং নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত এর বিকাশ কল্যাণকর। কিন্তু প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক এ বিভক্তিকে উপলক্ষ করে জাতি বিদ্বেষ, জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও অহমিকা, আভিজাত্যবোধ, জাতি সংঘাত, জাতীয় প্রাধান্য অর্জনের চেষ্টা, মানবিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব থেকে জাতীয়-গোত্রীয় ঐক্যকে বিচ্ছিন্ন করা—এগুলো সব জাহেলী ও ভ্রান্তদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কারণে সমাজে নানা শ্রেণী ও গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, ফলে বিভক্ত হয় সমাজ। আর বিভক্তির এ ত্রিবিধ কারণের পিছনে রয়েছে আরো কতকগুলো কারণ। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত যোগ্যতার কারণে অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক ও পেশাগত ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ অর্থ-নৈতিক ও বস্তুগত উপায় উপকরণ সংগ্রহ, মালিকানা ইত্যাদি দিক দিয়েও পার্থক্য দেখা দেয়। তৃতীয়তঃ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা ও চাহিদা পাথর্ক্য সূচনায় ভূমিকা পালন করে। চতুর্থতঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান,

www.pathagar.com

বংশীয় প্রভাব ইত্যাদির দিক দিয়েও সমাজে শ্রেণীগোষ্ঠীর পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনাগত প্রয়োজনেও মানুষের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। এ সমস্ত কারণগুলো আবার একে অন্যের পরিপূরক। বস্তুতঃ একটি সমাজের সব মানুষের যোগ্যতা সমান নয়, বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন লোক যোগ্য, সমাজ ব্যবস্থাপনায় কেউ পরিচালক, কেউ পরিচালিত, কেউবা উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক পেশায় নিয়োজিত কেউ বা করেন কায়িক পরিশ্রম, কেউ দক্ষতার অধিকারী, কেউ আবার অদক্ষ, কেউ হয়তো নেতৃত্ব দেন আর কেউ হয়তো আনুগত্য করেন, কেউ বা অসম সাহসী আবার কেউ বিপদ এড়িয়ে চলেন—এমনিভাবে বিভিন্ন দিক দিয়েই সমাজের মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ সব পার্থক্যের কারণে সামাজিক দায় দায়িত্ব এবং অধিকারের ক্ষেত্রেও কোন কোন দিক দিয়ে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। আবার এ পার্থক্যই মানুষকে একে অপরের উপর নির্ভরশীল করেছে, পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী করেছে। কেউ খানিকটা প্রভাবশালী, কারো অর্থনৈতিক সামর্থ্য কম আবার কারো বেশী, কেউ কায়িকশ্রম দেয় আবার কেউ উদ্যোক্তার ভূমিকা পালন করে। এই স্বাভাবিক বিষয়টিকে আলকোরান নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেছে ঃ

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا و رفعنا

بعضهم فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا -

"দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবন যাপন সামগ্রীতো আমি তাদের মধ্যে বন্টন করে থাকি, আর তাদের কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি যেন উহারা পরস্পর হতে কাজ নিতে পারে।" (যুখরুফ ঃ ৩২)

এ আয়াতটির গোটা পটভূমি ও তাৎপর্য সামনে রাখলে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার হবে যে, বস্তুগত পার্থক্যটা এমন কোন বিষয় নয় যে এর মধ্যে নৈতিক কোন শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। কেননা স্বাভাবিক সীমা পর্যন্ত এ পার্থক্যটা সমাজ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে সিদ্ধ হলেও একে শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য, শ্রেণী প্রাধান্য, শ্রেণী শোষণ ও জুলুমের মানদন্ড ও সুযোগ বানানোর কোন

www.pathagar.com

অবকাশ নেই। অন্যথায় এ হবে সীমালংঘন ও খোদাদ্রোহীতামূলক কাজ।

বিভক্তির সপ্তম কারণটি আদর্শিক ও ধর্মীয় পার্থক্যজনিত। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে মানব জাতি গোড়াতে একই বিশ্বাস চিন্তা-নীতি ও আদর্শানুসারী ছিলো। কালক্রমে প্রাকৃতিক, বৈষয়িক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে সমাজের লোকদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়ঃ

وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا -

"প্রথমে মানবজাতি একই উম্মতভুক্ত ছিলো। পরে তারা বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য শুরু করলো।" (ইউনুস ঃ ১৯)

বিভিন্ন বিষয়ে মানুষ যে মতপার্থক্য শুরু করে তা দূর করে একটা সুষম সমাজ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহতায়ালা নবী (আঃ) পাঠাতে শুরু করেনঃ

فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم
الكتب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه -

"অতঃপর আল্লাহ নবী প্রেরণ করলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সঙ্গে পাঠালেন সত্য গ্রন্থ যাতে লোকেরা যে সব বিষয়ে মতপার্থক্য করেছিলো তার সঠিক ফরসালা করে দেয়া যেতে পারে।"
(বাকারা ঃ ২১৩)

কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সীমা মানুষের নিকট সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া সত্ত্বেও সমাজের একটি শ্রেণী তাদের ইচ্ছামত বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য, অন্যদেরকে বঞ্চিত করে নিজদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য বাড়াবাড়ি ও বিদ্রোহে নিমজ্জিত হলো। তারাআল্লাহ প্রদত্ত বিধানেও মতপার্থক্য সৃষ্টি করলো—সেই বাড়াবাড়ি করতে কৃতসংকল্প ও সীমা লংঘনকারী শ্রেণীটি প্রকৃত ধর্মথেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন নতুন ধর্ম ও মতবাদের জন্ম দিলো। অবশ্য একটি দল সত্যকে মেনে ন্যায়মুখী জীবন যাপনে ব্রতী হলো ঃ

www.pathagar.com

وما اختلفوا فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم
البينت بغيا بينهم - فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا
فيه من الحق باذنه -

"এতে মতবিরোধ তারাই করছিলো যাদেরকে প্রকৃত সত্য অবহিত করানো হয়েছিলো। তারা উজ্জল নিদর্শন ও সত্য জানতে পারার পরও শুধু বাড়াবাড়ি ও বিদ্বেষ বশতঃই তাতে মতবিরোধ করছিলো। অতএব যারা নবীদের প্রতি ঈমান আনল তাদিগকে আল্লাহ্ নিজের অনুমতিক্রমে সে সত্যের পথ দেখালেন—যে সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল।" (বাকারা ঃ ২১৩)

উপরের আয়াত থেকে এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সমাজের যে অংশটি ন্যায়নীতির সীমা মানতে প্রস্তুত ছিলোনা, নিজদের স্বার্থের আর সুবিধার দিকটিই যাদের মূল লক্ষ্য ছিলো তারা তওহীদভিত্তিক ঐশী আদর্শের সঙ্গে মতবিরোধ করে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, জীবনব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে থাকে আর অন্য দলটি সত্যকে মেনে নিয়ে তওহীদপন্থী, ন্যায়পন্থী দলে পরিণত হয়। এমনি ভাবে মানব সমাজ দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়—একটি তওহীদ-পন্থী আর অন্যটি তওহীদ বিরোধী ধর্ম ও মতবাদের অনুসারী।

উপরের আলোচনা থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, তওহীদ ভিত্তিক ধর্ম ছাড়া অন্য সমস্ত ধর্ম, মতবাদ, তত্ত্ব—সবকিছু পরবর্তী সময়ের এবং প্রকৃত সত্য জানার পর উদ্ভাবিত হয়েছে। আর এসব উদ্ভাবনের পিছনে সক্রিয় রয়েছে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী, জাতি ইত্যাদির বৈষয়িক ও পার্থিব সুযোগ সুবিধা অর্জন ও স্বার্থ সংরক্ষণ।

গভীরভাবে চিন্তা করলে এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ছয়টি প্রাকৃতিক ও বাস্তব কারণে মানব জাতি ও সমাজে—যে বিভক্তি ও পার্থক্য সূচিত হয়,

www.pathagar.com

এ স্বাভাবিক ও বাস্তব পার্থক্যকে পুঁজি করে একে বাড়িয়ে তুলে পার্থিব স্বার্থ সংরক্ষণ, অধিকতর ও অন্যায় সুবিধা আদায়, প্রাধান্য অর্জন ইত্যাদি প্রয়োজনেই মূলতঃ তওহীদবিরোধী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যান্য মতবাদ ও ধর্মের আবিষ্কার করা হয়েছে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ নেহায়েতই সামাজিক চাপে এবং অজ্ঞতাবশতঃ ঐ সব তওহীদবিরোধী ধর্মের ও জীবন ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে পড়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মানব জাতির মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য ও বিভক্তির কিছু কিছু দিক স্বাভাবিক হলেও বেশীরভাগ পার্থক্যই কৃত্রিম ও বিচ্যুতিজনিত। মানুষ স্বার্থপূজা, বস্তুপূজা, ক্ষমতাপূজা ইত্যাদি কারণে 'স্বাভাবিক পার্থক্যজনিত বিভক্তিটিকে' উপলক্ষ করে গোটা মানব জাতিকে খণ্ডবিখণ্ড করে পারস্পরিক বিবদমান নানা গোষ্ঠী-শ্রেণী-জাতিকে ভাগ করে ফেলেছে; অথচ প্রকৃত সত্য কথা হচ্ছে মানবজাতি একটি একক-ভ্রাতৃসত্তা, একই উৎস থেকে উদ্ভূত, একটি সামাজিক-প্রাকৃতিক বিধানানুসারে বিকাশমান ঃ

وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا -

"এবং তিনিই পানি হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। পরে উহা হতে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কগত আত্মীয়তার ধারা সৃষ্টি করেছেন।"

(ফোরকান—৫৪)

তাই মানবজাতি প্রকৃতিগতভাবে এক এবং তাদের মধ্য রয়েছে স্বাভাবিক ঐক্যচেতনা। অবশ্য পার্থক্য রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে, রয়েছে বিরোধও। কিন্তু এ পার্থক্য ও বিরোধ কোনক্রমেই প্রাথমিক নয়, নয় দুরতিক্রম্য। বহু বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সব মানুষ যেমন ব্যক্তি হিসেবেই মানুষ ঠিক তেমনি জাতি হিসেবেও মানুষ একটি অখণ্ডজাতি। এক অখণ্ড জাতিসত্তার (উম্মত) প্রেরণা নিয়ে মানুষের সৃষ্টি, তাই সব পাথক্য নিয়েই মানবজাতির বিকাশ ও প্রগতি। ব্যক্তি-গোত্র-শ্রেণী-গোষ্ঠী ও জাতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও মানব জাতি মূলতঃ বহুর মধ্যে এক (unity in diversity), ঐক্যের ভিত্তিতে বহু (plurality in unity) বা বহুর মধ্যে ঐক্য (unity in plurality)। কিন্তু যারা সত্য-বিমুখ, স্বার্থান্ধ তারা নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে

www.pathagar.com

স্বাভাবিক পার্থক্যকে বাড়িয়ে তুলে মানবতাকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেছে। কেউ কেউ স্বাভাবিক পার্থক্যটাও অস্বীকার করে বসেছে, আবার কেউবা এ পার্থক্যটা বাড়িয়ে নিজদের সুবিধার্জনের ব্যবস্থা করেছে। আর এসব কিছুর সমর্থনে তৈরী করেছে রকমারী তত্ত্ব—কোনটি স্বার্থসঞ্জাত আবার কোনটি প্রতিক্রিয়াজাত। তাই সর্বদাই মানব রচিত তত্ত্বগুলো ন্যায়ের সীমালংঘন করেছে।

সমাজের মেরু-প্রবণতা (Social polarity): সমাজের মেরু-প্রবণতার (Polarity) বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজে কি কোন স্থায়ী মেরু-প্রবণতা রয়েছে? এবং থাকলে তাকি নিরংকুশ না আপেক্ষিক? বস্তুনির্ভর অথবা আদর্শ নির্ভর? ঐক্য-চেতনা এবং মেরু-প্রবণতার সামঞ্জস্য কি সম্ভব? এ সব প্রশ্নের সার্বিক বিশ্লেষণের জন্য বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন কিন্তু বর্তমান পরিসরে তার অবকাশ নেই তাই অতিসংক্ষেপে এ সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করবো—

একটি সমাজ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সমাজে বিভিন্নমুখী মেরু-প্রবণতার (Multipolarity) অস্তিত্ব রয়েছে। অবস্থা ও পরিস্থিতি বিশেষে এ প্রবণতা নির্দিষ্ট দ্বিমুখী (bipolar) রূপ নিতে পারে। কিন্তু এ দ্বিমেরু প্রবণতা কোনক্রমেই স্থায়ী নয়। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে কখনও গোত্রভিত্তিক, কখনও অঞ্চলভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক, আবার কখনও সম্প্রদায়ভিত্তিক, কখনও বা অর্থনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক, কখনও কখনও আদর্শভিত্তিক মেরুকরণ হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অবসানে নির্দিষ্ট মেরু-প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে বা স্তিমিত হয়ে গেছে। এমনও দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে কোন সমাজে ঘণীভূত মেরু-প্রবণতা ভিন্নধর্মী মেরু-প্রবণতার শক্তিশালী আবেশে পরিবর্তিত হয়ে মেরুকরণ ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়েছে। অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মেরু-প্রবণতার ধারাটি যৌগিক (compound polarity) রূপ নিয়ে থাকে। কাজেই স্থায়ীভাবে সমাজ নির্দিষ্ট মাত্রায় 'দ্বিমেরু-প্রবণ' (bipolar) এ ধারণা ভ্রমাত্মক ও অনৈতিহাসিক। বরং পরিবর্তনশীল 'মেরু-প্রবণতাই' বাস্তবে পরিলক্ষিত হয় বেশী। অতএব, সমাজকে নির্দিষ্ট মাত্রায় স্থায়ী দ্বি-মেরু-প্রবণ রূপে বিশ্লেষণ সঠিক নয়। তাছাড়া সমাজে প্রতীয়মান দ্বিমেরু-প্রবণতা মূলতঃ আপেক্ষিক ও যৌগিক প্রকৃতির।

www.pathagar.com

এখানে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মেরুপ্রবণতা সর্বদাই বস্তুনির্ভর হবে এমন কোন কথা নেই। যদিও বস্তুনির্ভর ও অর্থনীতিনির্ভর মেরুপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয় কিন্তু সদা সর্বদাই বস্তু বা অর্থই প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে এ তত্ত্বও সঠিক নয়। কখন কোন ধরনের মেরুবৃত্ত শক্তিশালী হবে, এবং গোটা সামাজিক শক্তিকে মেরুকৃত করবে তা নির্ভর করছে মূলতঃ সংশ্লিষ্ট সমাজটির সামগ্রিক অবস্থার উপর।

বস্তুগত (objective) ও অবস্তুগত (subjective) উভয় ধরনের অবস্থার ভিত্তিতেই সমাজে মেরুবিন্যাস ও মেরুকরণ সম্ভব। তবে কোন ভিত্তিটা কতটুকু ভূমিকা পালন করবে তা নির্ভর করছে উভয়ের মধ্যে আপেক্ষিক তীব্রতা (relative intensity), সাযুজ্যের গুণগত ও পরিমাণগত অবস্থার উপর।

আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, একটি নির্দিষ্ট সমাজের অভ্যন্তরে যেমন দ্বন্দ্ব বিরাজ করে ঠিক তেমনিভাবে ঐক্য চেতনাও থাকে। একটি স্থিতিশীল সমাজে কেন্দ্রাভিগ (Centripetal) ও কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

দ্বান্দ্বিকতা (Conflicts) ও ঐক্যপ্রবণতা (propensity of unity) দু'নিয়েই সমাজ গঠিত। এই দ্বন্দ্ব ও ঐক্য প্রবণতার মাত্রা নির্ভর করছে সামাজিক বস্তুগত (objective) ও অবস্তুগত (subjective) অবস্থার উপর। তাই দেখা যায় কখনও এ দু'প্রবণতা—দ্বন্দ্ব ও ঐক্য সুষমরূপ ধারণ করে আবার কখনও বিশ্লিষ্টতার ক্ষেত্র তৈরী করে।

মার্ক্সবাদীরা উৎ পাদন যন্ত্র (Tools of production) উৎপাদনী শক্তি (forces of production), উৎপাদনব্যবস্থা (mode of production) এবং উৎপাদন সম্পর্কের (production relation) উপর গোটা সমাজ কাঠামো ভিত্তি-শীল বিবেচনা করে সমাজকে বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিন্যাস এবং সমাজ প্রগতির সূচক নির্ধারণের চেষ্টা করেছে। মূলতঃ মার্কসবাদ রচিতহ য়েছে এ ধরনের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। এ বিষয়গুলো নিঃসন্দেহে সমাজকাঠামোকে প্রভাবিত করে কিন্তু এগুলোই সমাজকাঠামোর মৌল নিয়ামক এবং চিন্তা ও চেতনার পূর্বগামী (anteceedent) এ ধারণা অতি ভ্রমাত্মক ও সরলীকৃতঅ নুমানের ফল। মূলতঃ তত্তহীদভিত্তিক বিশ্ব-দৃষ্টি (world view of Tawhid)

www.pathagar.com

থেকে সরে এসে ব্যক্তি, গোষ্ঠী আর শ্রেণী স্বার্থের সংরক্ষণ ও বাড়াবাড়ি ইত্যাদি কারণেই উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ককে কায়েমী স্বার্থ-বাদী গোষ্ঠীর অনুকূলে রূপ দেয়া হয়েছে। অথচ চেতনার গভীর উৎস নিহিত রয়েছে মানবীয় প্রকৃতি ও মনস্তত্ব, বিশ্ব প্রপঞ্চ (World phonomenon) ও প্রত্যাদেশের মধ্যে। অবশ্য বস্তুগত বিষয়াবলীও মানবীয় চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। তাই দ্বন্দ্বটা মূলতঃ চেতনার দ্বন্দ্ব যা বস্তু আশ্রিত হয়ে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে এবং জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন অনুষঙ্গী (associated) চেতনা ও ধারণার। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে নিছক চেতনা ও ভাবের স্তরেই এ দ্বন্দ্ব সীমাবদ্ধ নয় বরং দ্বন্দ্বটা বস্তুগত ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। অতএব ইসলাম যে দ্বন্দ্বের কথা বলে তাহ'ল মূলগত বিচারে তওহিদী চেতনা (Tawhid based Consciousness) ও ইবলিসী চেতনার * (satanic consciousness) পারস্পরিক দ্বন্দ্ব (এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তি ও সমাজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত) এবং এ দ্বন্দ্বের বাস্তব প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন বস্তু ও অবস্তুগত আচরণ, উপকরণ ও কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা এবং ঐতি-হাসিক ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে। এ জন্য বিরাজমান দ্বন্দ্বকে সামাজিক-আদর্শিকদ্বন্দ্ব (socio-Ideological conflict) বলা যায়। এ দ্বন্দ্বে আত্মা ও বস্তু (Spirit and matter) যৌগিকরূপে অবস্থান করে। অবশ্য এ দ্বন্দ্বকে কেউ কেউ সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব বলেও আখ্যায়িত করেছেন। যাই হোক এ দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আদর্শিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা না হবে এবং প্রকৃতিসম্মত তওহীদভিত্তিক আদর্শের বিজয় না ঘটবে ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তুগত দ্বন্দ্বের যথার্থ মীমাংসা অবাস্তব ও অসম্ভব। আবার অন্যদিকে বস্তুগত দ্বন্দ্বের মীমাংসা ছাড়া আদর্শিক দ্বন্দ্বেরও মীমাংসা দুষ্কর। তাই ইসলামী আন্দোলন একই সঙ্গে আদর্শিক ও বস্তুভিত্তিক দ্বন্দ্বের সমাধান চায়। এ জন্যই ইসলামী আন্দো-লনকে সামাজিক আদর্শিক (Socio-Ideogical) আন্দোলন বলা হয়।

কাজেই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইসলাম শুধু বস্তুনির্ভর অনমনীয় কোন দ্বি-মাত্রিক স্থায়ী শ্রেণী দ্বন্দ্বে বিশ্বাস করেনা। অর্থনীতি

---

* ইবলিসী চেতনা মূলতঃ শয়তানী কামনা ও কার্যক্রমসঞ্জাত চেতনা।

www.pathagar.com

নির্ভর দ্বন্দ্ব হচ্ছে একটি যৌগিকসামাজিক-আদর্শিক দ্বন্দ্বের (Compound socio-ideological conflict) অংশ বিশেষ। কেননা, সাধারণভাবে তওহীদের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ একটি সমাজে দুটো যৌগিক শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে মানুষ। একটা হচ্ছে মুস্তাকবিরীন—যারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষমতার অধিকারী এবং যারা আত্মম্ভরীতা ও অহংকারে নিমজ্জিত সমাজকে শোষণ লুণ্ঠনে লিপ্ত ও যারা সত্য-ন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা তৎপর আর অন্যটি মুস্তাদআ'ফীন যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, গোষ্ঠীগত, ধর্মীয়, আদর্শিক কারণে নিপীড়িত-শোষিত।

ইসলাম একক মেরু বিশিষ্ট সমাজের (Unipolar Society) প্রবক্তা

একটি সাধারণ সমাজে বহু মেরুপ্রবণতা থাকে। কখনও কখনও দ্বি-মেরুতেও বিভক্ত হয় সমাজ। কিন্তু ইসলাম চায় আদিতে যে ভাবে মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল ঠিক তেমনই সমাজের প্রচলিত মেরুপ্রবণতা কমিয়ে এনে একক মেরু বিশিষ্ট (Unipolar) সমাজ গঠন করতে। কিন্তু বহু মেরু বিশিষ্ট সমাজকে একক মেরুবিশিষ্ট সমাজে পরিণত করতে করতে হলে কোনক্রমেই বংশগত, গোষ্ঠীগত, বর্ণগত, জাতিগত, ভাষাগত, শ্রেণীগত, পেশাগত চেতনার ভিত্তিতে সম্ভব নয়। কেননা এসব দিক থেকে পার্থক্যটা প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক। তাই এর পুরোপুরি অবসান অবাস্তব। এজন্যই ইসলাম উপরোল্লিখিত পার্থক্যের স্বাভাবিক দিকটা স্বীকার করে বাড়াবাড়ির দিকটা পরিহার করে নতুন এক বন্ধন ও সম্পর্ক সৃষ্টিতেপ্র য়াসী।

ইসলাম চায় আদর্শিক ভিত্তিতে মানবীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব। আর তওহীদভিত্তিক ঐশী আদর্শের মাধ্যমেই তা সম্ভব। তওহীদভিত্তিক ব্যবস্থা গোটা মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চায় মানুষের স্বাভাবিক পার্থক্যটা মেনে নিয়ে বিরোধগুলোর ন্যায়সংগত সমাধান করে। ইসলাম চায় একটা

www.pathagar.com

ইনসাফ ভিত্তিক বিধিমালা প্রণয়ন করে মানবজাতিকে 'বহুর মধ্যে একত্ব ভিত্তিক' বিকাশ ও প্রগতির পথে পরিচালিত করতে। ইসলাম মানুষের অপরিবর্তনশীল প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে এমন এক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যার ফলে বর্ণ-গোত্র-ভাষা-শ্রেণী-জাতির হাজারো পার্থক্য মানবজাতির প্রগতির পথে অন্তরায় না হয়ে বরং অনুকূল হবে—হবে সামগ্রিক সমৃদ্ধির সহায়ক। ইসলাম তাই এমন এক ব্যবস্থা উপস্থাপণ করেছে যার অনুসরণে মানুষ ব্যক্তি হিসেবে যেমন ঠিক তেমনি সামাজিকভাবেও পূর্ণতা লাভ করতে পারবে। ইসলাম এমনি একটি আদর্শভিত্তিক একক মেরুবিশিষ্ট (Unipolar) সমাজ বিনির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এ লক্ষ্যে সংগ্রাম অব্যাহত রাখে।

আন্দোলনকেন্দ্রিক মেরুকরণ

একটি জাহেলী সমাজে যেখানে তওহীদভিত্তিক জীবনব্যবস্থা অনুপস্থিত সেখানে বিভিন্ন মেরুতে বিভক্ত থাকে সমাজের মানুষ। স্বাভাবিকতা ও বৈধতার সীমালংঘনকারী এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে শক্তিশালী শ্রেণীগুলো মানব সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশের উপর চালায় দোর্দণ্ড প্রতাপ, জুলুম, নির্যাতন; ফলে সমাজে সৃষ্টি হয় গোত্র বিদ্বেষ, শ্রেণী সংঘাত, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি। বিশেষ করে সমাজের মুষ্টিমেয় কর্তৃত্বশালী ধনিক শ্রেণী তাদের জুলুম-শোষণমূলক তৎপরতার মাধ্যমে বিপরীত মেরুর জন্ম দেয়। ফলে আপেক্ষিকভাবে হ'লেও শ্রেণীচেতনার সৃষ্টি হয়। দেখা দেয় শ্রেণী সংঘাত।

এমনি অবস্থায় ইসলাম যখন ন্যায়ের শ্লোগান নিয়ে এগিয়ে আসে, মানবতার আওয়াজ তুলে তখন জালেম শক্তিশালী শ্রেণীটিই প্রথমে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীতায় লিপ্ত হয় আর দুর্বল শ্রেণীটি অধিকাংশক্ষেত্রে এর স্বপক্ষে থাকে। কেননা ন্যায়ের শ্লোগান মানে যারা অন্যায়কারী তাদের বিপক্ষে, যারা অন্যায়ের শিকার তাদের পক্ষে। এ পর্যায়ে এসে আন্দোলন আদর্শিক দিকটার পাশাপাশি সমাজের নিগৃহীত বঞ্চিত শ্রেণীর মুখপাত্র হয়ে পড়ে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও শ্রেণীচেতনা আদর্শিক চেতনার মধ্যে আত্মস্থ হয়ে যায়—মানবিক বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিটা প্রাধান্য লাভ করে।

www.pathagar.com

একক মেরুর দিকে গোটা মানবজাতি স্থানান্তর না হওয়া পর্যন্ত তওহীদ-পন্থী ও তওহীদ বিরোধী এ দু'মেরুতে বিভক্ত থাকে মানবজাতি, চলতে থাকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত যাকে সত্য-মিথ্যের দ্বন্দ্ব বলেও আখ্যায়িত করা যায়। এ দ্বন্দ্বে সামাজিক শ্রেণীগুলো তাদের প্রবণতা অনুযায়ী একটি মেরুতে আশ্রয় নেয়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই শ্রেণীগুলোর আভ্যন্তরীণ মেরুকরণও ঘটে যার ফলে পুরো কাঠামোটাই নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া যার আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

উপরোক্ত সামগ্রিক আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে ইসলাম মানবসমাজকে বস্তু ও অর্থনীতি নির্ভর দুটো মুখ্যশ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের পারস্পরিক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে সমাজ প্রগতির নিয়ামক বিবেচনা করেনা। এমনকি বস্তুনির্ভর স্থায়ী দ্বিমেরু-প্রবণতার ধারণা ইসলামে স্বীকৃত নয়। অবশ্য একটি জাহেলী সমাজে এ জাতীয় প্রবণতা দানা বেঁধে উঠতে পারে। কিন্তু সমাজের চালিকা শক্তি হিসেবে, প্রগতি উন্নতির মাধ্যম হিসেবে নিরেট বস্তু নির্ভর শ্রেণী সংগ্রামের ধারণা বাস্তব নয়, ঐতিহাসিক নয়, নয় কোরানসম্মতও। ইসলাম একক মেরুবিশিষ্ট সমাজের প্রবক্তা বিধায় আদর্শিক মেরুকরণে বিশ্বাসী এবং সংঘাতটিকে বস্তুকেন্দ্রিকতার উর্ধ্বে উঠে আদর্শিক রূপ দেয়ার পক্ষপাতি। তাই ইসলাম যে দ্বান্দ্বিকতার প্রবক্তা তা মূলতঃ আদর্শ নির্ভর এবং বস্তুতান্ত্রিকতা এখানে সহযোগী ভূমিকা পালন করে। আর মার্কসবাদী শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বের মূল কথাই বস্তু নির্ভর শ্রেণীবিন্যাস এবং তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। ইসলাম এ ধরণের বিন্যাসকে বিন্যাস প্রক্রিয়ার একটি দিক এবং সামগ্রিক দ্বন্দ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে মাত্র। কিন্তু কোনক্রমেই গোটা সমাজকে বস্তু নির্ভর সরল রৈখিক দ্বি-মেরুবিশিষ্ট প্রপঞ্চ (Linear bipolar phenomenon) মনে করেনা। তাই সমাজের গোটা আদর্শ চেতনা, সমাজচেতনা, নিরংকুশ বস্তুনির্ভর এ তত্ত্ব ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, অর্থনৈতিক কাঠামোকে মৌল কাঠামো বিবেচনা করে বাকি সবকিছুকে এমনকি ধর্মবোধ ও ঈমানকে পর্যন্ত উপরি কাঠামো ধরে বিশ্লেষণের ধারা না যুক্তিসংগত না কোরআন-সম্মত। প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ ও আধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে সংকীর্ণ একপেশে চিন্তাই এ ধরনের ধারণার জন্ম দিয়েছে। ইসলাম মূলতঃ বস্তু ও

www.pathagar.com

চেতনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও পরিপূরক যৌগিক অস্তিত্ব এবং সবকিছুর উর্ধ্বে এক চরম সত্তা ও পরম চেতনার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছে, তাই 'বস্তুকে' সবকিছুর উর্ধ্বে ধরে তার প্রেক্ষিতে সবকিছুর বিশ্লেষণ নিরেট গোড়ামী ও অন্ধত্বেরই নামান্তর। সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও এ সত্যটি মনে রাখলে বিভিন্ন শ্রেণী, জাতি গোষ্ঠীর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের বাস্তবতা সত্ত্বেও কোন একটি নির্দিষ্ট দ্বন্দ্বকে ইসলাম কেন সমাজ বিশ্লেষণ ও বিকাশের নিয়ামক মনে করেনা তা উপলব্ধি করা সহজ হবে। মার্কসবাদীরা এ বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই 'বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতার' গোলক ধাঁধাঁয়, আটকা পড়ে কাল্পনিক স্বর্গনির্মাণের স্বপ্নে মেতে উঠেছিলেন এবং আজও গোড়াপন্থীরা সে কল্পনার আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন।

যাই হোক, মোটকথা ইসলামের সামাজিক বিপ্লবের ধারণা' শ্রেণী-সংগ্রাম' সঞ্জাত নয় বরং 'শ্রেণী প্রাধান্যমুক্ত তওহীদভিত্তিক চেতনা নির্ভর' এক সংগ্রাম। তাই এ সংগ্রাম ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং কার্যতঃ জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের পক্ষে।

কাজেই উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, ইসলাম একটি তওহীদ ভিত্তিক একক মেরুবিশিষ্ট ন্যায়ানুগ সমাজ গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যেখানে কোন বিশেষ শ্রেণীর-জাতির-গোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকবেনা, যেখানে সবাই তাদের ন্যায়ানুগ স্বীকৃতি ও অধিকারসহ সমমানবীয় মর্যাদার ভিত্তিতে এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে একই উম্মতভুক্ত হয়ে থাকতে পারবে (যা মানব জাতির আদিতে ছিলো) মানবজাতি আজ সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

———

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত পুস্তকসমূহ

- ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে গণ আন্দোলন ঃ রূপ ও পদ্ধতি
- ঈমানের পথ রক্তে রাঙা
- পতনের বেলাভূমিতে বস্তুবাদী সভ্যতা
- ইসলামী আন্দোলন ঃ জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই

পরিবেশক

সৃজনী

(একটি প্রকাশনা সংস্থা)

৭৭, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা

ঢাকা—২

ফোন ঃ ২৫৮৫২৩